ইলম ও আলিমের মর্যাদা

ফকীহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী (রাহ.)

علم اور علماء

ইলম ও আলিমের মর্যাদা

মূল

ফকীহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী (রাহ.)

ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মদ মুহসিন

সম্পাদনা

আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

ইলম ও আলিমের মর্যাদা

মূল : ফকীহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী (রাহ.)

ভাষান্তর : মাওলানা মুহাম্মদ মুহসিন

সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন : ৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

প্রথম প্রকাশ : ১০ অক্টোবর ২০১১, ১১ জিলক্বদ ১৪৩২, ২৫ আশ্বিন ১৪১৮

মূল্য : ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

Elam O Alimer Morzada, By : Faqihe Millat Mufti Jalaluddin Ahmad Amjadi. Translated By : Mawlana Mohammad Mohsin. Edited By : Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By : Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price : Tk: 100/-

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا أَبَدًا

عَلٰي حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

وَ الْآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ

أَهْلُ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكْ وَسَلَّمْ ﴾

প্রকাশকের কথা

মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ প্রথম ওহী হচ্ছে 'ইকরা' অর্থাৎ 'পড়, তোমার রবের নামে।' শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি ইসলামের এ গুরুত্বারোপের কারণে ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতেই ছিল। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সুরম্য সৌধ আমরা পাশ্চাত্যের বুকে দেখতে পাচ্ছি- তার ভিত গড়েছে মূলত মুসলমানরা। বিশ্ব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, বুদ্ধিবৃত্তিক তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নেতৃত্ব যাদের হাতে থাকবে বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতির বাগডোরও থাকবে তাদের হাতে। মুসলমানদের উন্নতির যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে কোন ধরণের বিভাজন ছিল না। ধর্ম ও বিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে সমান তালে চলেছে। তাই যিনি যে বিষয়ের জ্ঞানী তিনি একজন ধর্মীয় পণ্ডিত বা আলিমও। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কারণে ইসলাম থেকে বিজ্ঞানকে যেদিন বিভাজন করা হয়েছে ওই দিন থেকেই নববী জ্ঞানাধারের আলো থেকে আমরা হয়েছি বঞ্চিত। ফলে বড় বিজ্ঞানী হয়েও আমরা আলিমের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বঞ্চিত হয়েছি নববী জ্ঞানের আলো থেকেও। ফলে বিজ্ঞানের আলোচনায় বিশ্বস্রষ্টার বন্দনার বদলে আমরা প্রকৃতিকে স্রষ্টার আসন বসিয়েছি। সুতরাং আমাদের প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পেতে ইলম ও আলিমের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হবে। উপমহাদের প্রখ্যাত আলিম মুফতি আল্লামা জালালুদ্দীন আমজাদী রচিত 'ইলম ও আলিমের মর্যাদা' পুস্তকে ইলমের প্রকৃত স্বরূপ, ইলম অর্জনকারীর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। পুস্তকটি অধ্যয়নে সাধারণ পাঠক ও শিক্ষার্থীরা ইলমে দ্বীন চর্চায় উদ্বুদ্ধ ও নিবেদিত হবেন- এ আশায় আমরা পুস্তকটির অনুবাদ করি। আশাকরি আমাদের অন্য সব প্রকাশনার মত এটাও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!

সালামসহ
আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com

সূচীক্রম

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

لَكَ الْحَمْدُ يَا اللهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

হে আল্লাহ্! যাবতীয় প্রশংসা আপনার জন্য এবং সালাত ও সালাম হে রাসূল! আপনার উপর বর্ষিত হোক।

দ্বীনি ইলম যা কুরআন মজিদ ও হাদীস শরীফের সাথে সম্পৃক্ত দু'ভাবে বিভক্ত। প্রথমত যেগুলোর উপর কুরআন-হাদীস বুঝা নির্ভর করে। যেমন- শব্দের জ্ঞান, নাহু, ছরফ ইত্যাদি জ্ঞান। দ্বিতীয়ত যা বিশ্বাস, আমল ও চরিত্রের সাথে সম্পর্ক রাখে। এগুলো ব্যতিত অন্য একটি ইলম রয়েছে, যা একটি আলো, ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ হয়; ইহাকে ইলমে হাকীকত বলা হয়। কুরআন-হাদীসে যে ইলমের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তা মর্যাদা অনুসারে ইলমের এ সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে।[১]

ইলমের ফযীলত

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

"আর আপনি আবেদন করুন যে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।"[২]

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর আসকলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন যে, এই আয়াত দ্বারা ইলমের ফযীলত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজের প্রিয় মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে ইলম ছাড়া অন্য কোন কিছু বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনার আদেশ করেন নাই।[৩]

২. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

اَلْعِلْمُ حَيَاةُ الْإِسْلَامِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ.

"ইলম ইসলামের জীবন ও দ্বীনের স্তম্ভ।"[৪]

---

১. আশিয়াতুল লুমআত
২. আল-কুরআন, সূরা ত্বহা, আয়াত : ১১৪
৩. ইবনে হাজর আসকালানী : ফতহুল বারী, ১/১৩০
৪. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. হযরত উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

اَلْعِلْمُ خَيْرٌ مِّنَ الْعِبَادَةِ.

"ইলম ইবাদতের চেয়ে উত্তম।"[৫]

৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا.

"রাতে কিছুক্ষণ সময় জ্ঞান চর্চা করা পূর্ণ রাত্রি জাগরণের চেয়ে উত্তম।"[৬]

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই হাদীসের অর্থ এই যে, এক ঘন্টা পরস্পর জ্ঞান চর্চা করা, উস্তাদের কাছ থেকে পড়া, ছাত্রকে পড়ানো, কিতাব রচনা করা এবং অধ্যয়ন করা সারা রাতের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।[৭]

৫. হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

فَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ، وَمِلَاكُ الدِّيْنِ الْوَرَعُ.

"ইলমের আধিক্য ইবাদতের আধিক্য থেকে ভাল এবং দ্বীনের মূল হল পরহেযগারী।"[৮]

অর্থাৎ জ্ঞানের বৃদ্ধি যদিও অল্প হয় ইবাদতের বৃদ্ধি বা আধিক্য থেকে ভাল, যদিও তা বেশি হয়।[৯]

আর দ্বীনের সুস্থতা হারাম ও হারামের সন্দেহ থেকে বাঁচার মধ্যে নিহিত, যেমনিভাবে দ্বীনের বিপর্যয় লোভের মধ্যে নিহিত।[১০]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

---

৫. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৬
৬. ১. দারমী : আল-মুসনাদ, ১/২৯৭, হাদীস : ২৭০
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৬
৭. মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২৫১
৮. ১. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৭/৫০০, হাদীস : ৫৩৬৭
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৬
৯. আশিয়াতুল লুমআত
১০. মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২৫১

www.AmarIslam.com

اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ اٰيَةٌ مُّحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ.

"ইলম তিন বস্তুর নাম- অকাট্য আয়াত, সুদৃঢ় হাদিস এবং তৃতীয়টি ফরিজায়ে আদেলা অর্থাৎ ইজমা ও ক্বিয়াস।"[১১]

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী বোখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, এই হাদিস শরীফের সারমর্ম এই যে, দ্বীন ও শরীয়তের উসূল বা মূলনীতির ইলম চারটি। কুরআন মজীদ, হাদিস শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াস।[১২]

৭. হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

"দুই জিনিস ব্যতিত অন্য কোন ক্ষেত্রে ঈর্ষা জায়েয নাই। প্রথমত ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে উক্ত সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে। আর দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ দ্বীনের ইলম দান করেছেন, সে ঐ ইলম অনুসারে ফয়সালা করে এবং অন্য জনকে তা শিক্ষা দেয়।"[১৩]

কারো নেয়ামত বা ফযীলত তার পরিবর্তে আমার কাছে চলে আসুক এরূপ আশা করাকে হাসাদ বা হিংসা বলা হয়। আর হিংসা করা হারাম। হাদিস শরীফে আছে যে,

اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

"হিংসা নেকীসমূহকে এভাবে নিঃশেষ করে দেয় যেমনিভাবে আগুন খড়িসমূহকে নিঃশেষ করে ফেলে।"[১৪]

---

[১১]. ১. আবু দাউদ : আস সুনান, ৮/৮৬, হাদীস : ২৪৯৯
২. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/৬২, হাদীস : ৫৩
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৫

[১২]. আশিয়াতুল লুমআত, ১/১৬৭

[১৩]. ১. বুখারী : আস সহীহ, ১/১৩০, হাদীস : ৭১
২. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১২/২৫১, হাদীস : ৪১৯৮
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৫

[১৪]. ১. আবু দাউদ : আস সুনান, ১৩/৫৬, হাদীস : ৪২৫৭

আর উক্ত হাদিস শরীফে বাহ্যত যে দুই বিষয়ে হিংসা করাকে বৈধ বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হল ঈর্ষা ও আশা। হাদিস শরীফের সারকথা এই যে, মানুষ বিভিন্ন ধরনের আশা-আকাঙ্খা করে থাকে কিন্তু আশা করার উপযুক্ত হল শুধুমাত্র দু'টি নেয়ামত। ঐ সম্পদ যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হয় এবং,ঐ ইলম যার অনুসারে ফয়সালা করা হয় এবং তা অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়।

৮. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"মানুষ যখন মরে যায়, তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সাওয়াব সর্বদা চালু থাকে। সদকায়ে জারিয়া, ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, বা সৎছেলে-সন্তান যারা তার জন্য দোয়া করে।"[১৫]

সদকায়ে জারিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মসজিদ ও মাদ্‌রাসা ইত্যাদি নির্মাণ করা বা জমিন ও কিতাবাদি ওয়াক্‌ফ করা। আর ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ধর্মীয় কিতাবসমূহ রচনা করা। সৎকর্মপরায়ণ ছাত্রদের রেখে যাওয়া, যাদের মাধ্যমে দ্বীনের প্রবাহ চালু থাকে। আর পিতা যদি নিজের সন্তানদের সৎ বা নেক্‌কার হিসেবে গড়ে তুলে, তারা পিতার জন্য দোয়া করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় পিতা সওয়াব পেতে থাকবে।

৯. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে,

اَلْعِلْمُ خَزَائِنُ ، وَمِفْتَاحُهَا اَلسُّؤَالُ : فَاسْأَلُوْا يَرْحَمُكُمُ اللهُ.

"ইলম হল ভাণ্ডার এবং তার চাবি হল জিজ্ঞাসা করা। অতএব তোমরা জিজ্ঞাসা করতে থাক, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দয়া করবেন।"[১৬]

---

২. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১২/২৫৩, হাদীস : ৪২০০
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৫

[১৫]. ১. মুসলিম : আস সহীহ, ৮/৪০৫, হাদীস : ৩০৮৪
২. আবু দাউদ : আস সুনান, ৮/৭৬, হাদীস : ২৪৯৪
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩২

[১৬]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৬

১০. হযরত উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, সরকারে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْعِلْمُ مِيْرَاثِي وَمِيْرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ.

"ইলম আমার মিরাস বা উত্তরাধিকার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের মিরাস।"[১৭]

১১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে,

اَلْعِلْمُ وَالْمَالُ يَسْتُرَانِ كُلَّ عَيْبٍ وَالْفَقْرُ وَالْجَهْلُ يَكْشِفَانِ كُلَّ عَيْبٍ.

"ইলম এবং সম্পদ প্রত্যেক দোষকে ঢেকে রাখে। আর মূর্খতা ও দারিদ্রতা প্রত্যেক দোষকে প্রকাশ করে দেয়।"[১৮]

১২. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الْعِلْمُ بِاللهِ ، إِنَّ الْعِلْمَ يَنْفَعُكَ مَعَهُ قَلِيْلُ الْعَمَلِ وَكَثِيْرُهُ ، وَإِنَّ الْجَهْلَ لاَ يَنْفَعُكَ مَعَهُ قَلِيْلُ الْعَمَلِ وَلاَ كَثِيْرُهُ.

"আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান সর্বোত্তম জ্ঞান। ইলমের সাথে অল্প আমল, বেশী আমল তোমাকে উপকৃত করবে। আর মূর্খতার সাথে অল্প আমল বা অধিক আমল কোনটাই তোমার জন্য উপকারী নয়।"[১৯]

১৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

خُيِّرَ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَالِ وَالْمُلْكِ وَالْعِلْمِ فَاخْتَارَ الْعِلْمَ فَأُعْطِيَ الْمُلْكَ وَالْمَالَ لِأَخْتِيَارِهِ الْعِلْمَ.

২. আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৪৭৯

[১৭]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৭
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস

[১৮]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৭
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ৩/৭১, হাদীস : ৪২০০

[১৯]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮২

"হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামকে সম্পদ, রাজত্ব এবং ইলম- এ তিনটির যে কোন একটি নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তিনি ইলমকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।"[২০]

অতএব ইলমকে নির্বাচন করার কারণে তাঁকে রাজত্ব এবং সম্পদ দ্বারাও ভূষিত করা হয়েছিল।

১৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ الْعِلْمَ خَلِيْلُ الْمُؤْمِنِ.

"ইলমকে তোমরা আবশ্যক হিসেবে গ্রহণ কর। কেননা ইলম মু'মিনের ঘনিষ্ট বন্ধু।"[২১]

১৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ.

"জ্ঞানের আধিক্য আমার কাছে ইবাদতের আধিক্য থেকে পছন্দনীয়।"[২২]

১৬. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

قَلِيْلُ الْعَمَلِ يَنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ وَكَثِيْرُ الْعَمَلِ لاَ يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْلِ.

"ইলমের সাথে অল্প আমল উপকারী এবং মূর্খতার সাথে অধিক আমল উপকারে আসেনা।"[২৩]

১৭. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيْقٌ وَطَرِيْقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ.

"প্রত্যেক বস্তুর একটি রাস্তা রয়েছে। আর জান্নাতের রাস্তা হল ইলম বা জ্ঞান।"[২৪]

[২০]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৭
২. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক, ২২/২৭৫

[২১]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৮

[২২]. ১. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ১/৩০৪, হাদীস : ২৮৮
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৮

[২৩]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৮, হাদীস : ২৮৮০০

[২৪]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ৩/৩২৯, হাদীস : ৪৯৮৯
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৯, হাদীস : ২৮৮০৩

১৮. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ صَارَ بِالْعِلْمِ حَيًّا لَمْ يَمُتْ أَبَدًا.

"যে ব্যক্তি ইলম দ্বারা উজ্জীবিত হবে, সে কখনো মৃত হবেনা।"[২৫]

কবির ভাষায়-

رہتا ہے علم سے زندہ ہمیشہ داغ
اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت

"জীবিত রহে নাম জ্ঞানের কারণে যুগ যুগ, চিরদিন
ছেলে-সন্তান রাখে নাম এক বা দু'স্তর নয় বেশি দিন।"

১৯. হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

مَا اسْتَرْذَلَ اللهُ تَعَالَى عَبْدًا إِلاَّ حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ وَالْأَدَبُ.

"আল্লাহ তা'আলা ইলম ও আদব থেকে বঞ্চিত করেই কোন বান্দাকে অসম্মানিত করেন।"[২৬]

২০. হযরত মস'আব বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন-

تَعَلَّمِ الْعِلْمَ فَإِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ كَانَ الْعِلْمُ لَكَ جَمَالاً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ كَانَ الْعِلْمُ لَكَ مَالاً.

"জ্ঞান অর্জন করো। যদি তোমার কাছে সম্পদও থাকে তখন জ্ঞান তোমার জন্য সৌন্দর্যের কারণ হবে। আর যদি তোমার সম্পদ না থাকে, তবে জ্ঞানই তোমার সম্পদে পরিণত হবে।"[২৭]

২১. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন-

قَالَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا﴾ [الرعد : 17] اَلسَّيْلُ هٰهُنَا اَلْعِلْمُ ، شَبَّهَهُ اللهُ تَعَالَى بِالْمَاءِ لِخَمْسِ خِصَالٍ. أَحَدُهَا : كَمَا أَنَّ الْمَطَرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

---

[২৫]. হাশিয়া হেদায়া, ১/২

[২৬]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৯, হাদীস : ২৮৮০৬

[২৭]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৫

كَذٰلِكَ الْعِلْمُ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ. وَالثَّانِي : كَمَا أَنَّ إِصْلَاحَ الْأَرْضِ بِالْمَطَرِ فَإِصْلَاحُ الْخَلْقِ بِالْعِلْمِ. اَلثَّالِثُ : كَمَا أَنَّ الزَّرْعَ وَالنَّبَاتَ لَا يَخْرُجُ بِغَيْرِ الْمَطَرِ كَذٰلِكَ الْأَعْمَالُ وَالطَّاعَاتُ لَا تَخْرُجُ بِغَيْرِ الْعِلْمِ. وَالرَّابِعُ : كَمَا أَنَّ الْمَطَرَ فَرْعُ الرَّعْدِ وَالْبَرْقِ كَذٰلِكَ الْعِلْمُ فَإِنَّهُ فَرْعُ الْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ. اَلْخَامِسُ : كَمَا أَنَّ الْمَطَرَ نَافِعٌ وَضَارٌّ كَذٰلِكَ الْعِلْمُ نَافِعٌ وَضَارٌّ ، نَافِعٌ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ ضَارٌّ لِمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ.

"আল্লাহ তা'আলার বাণী, أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ...الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ফলে নদী-নালাগুলো নিজ নিজ ধারণ ক্ষমতা অনুসারে বয়ে গেল। তখন পানির স্রোতধারা তার উপর উত্থিত ফেনারাশি উঠিয়ে নিল। উক্ত আয়াত সম্পর্কে কোন কোন তাফসীরকার মতামত ব্যক্ত করেন যে, اَلسَّيْلُ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হল ইলম। পাঁচটি কারণে আল্লাহ তা'আলা ইলমকে পানির সাথে তুলনা করেছেন।

প্রথমত : যেমনিভাবে বৃষ্টি আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়, ইলমও আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়।

দ্বিতীয়ত : যমীনের বিশুদ্ধতা বৃষ্টির মাধ্যমে স্থায়ী হয়। আর সৃষ্টিকুলের বিশুদ্ধতা ইলমের দ্বারা বহাল থাকে।

তৃতীয়ত : যেমনিভাবে ক্ষেত ও শ্যামলতা বৃষ্টি ছাড়া উৎপন্ন হয় না। তেমনি আমল ও বন্দেগীসমূহের অস্তিত্ব ইলম ছাড়া হতে পারে না।

চতুর্থত : যেমন বৃষ্টি মেঘের গর্জন এবং বিদ্যুতের ফলশ্রুতি তেমন ইলমও আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও ধমকির ফলশ্রুতি।

পঞ্চমত : যেমনিভাবে বৃষ্টি লাভ-ক্ষতি দুটিই সাধন করে। তেমনিভাবে ইলম দ্বারা উপকার-অপকার দু'টিই হয়ে থাকে। যে কেউ ইলম অনুসারে আমল করে, তার জন্য ইলম কল্যাণকর। আর যে ইলম অনুযায়ী আমল করেনা, তা ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর।"[২৮]

---

[২৮]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৬

২২. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ : اَلْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَالِ بِسَبْعَةِ أَوْجُهٍ. أَوَّلُهَا : اَلْعِلْمُ مِيْرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالْمَالُ مِيْرَاثُ الْفَرَاعِنَةِ. وَالثَّانِي : اَلْعِلْمُ لاَ يَنْقُصُ بِالنَّفَقَةِ وَالْمَالُ يَنْقُصُ. وَالثَّالِثُ : يَحْتَاجُ الْمَالُ إِلَى الْحَافِظِ وَالْعِلْمُ يَحْفَظُ صَاحِبَهُ. وَالرَّابِعُ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ يَبْقَى مَالُهُ وَالْعِلْمُ يَدْخُلُ مَعَ صَاحِبِهِ قَبْرَهُ. وَالْخَامِسُ : اَلْمَالُ يَحْصُلُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَالْعِلْمُ لاَ يَحْصُلُ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ. وَالسَّادِسُ : جَمِيْعُ النَّاسِ يَحْتَاجُوْنَ إِلَى صَاحِبِ الْعِلْمِ فِي أَمْرِ دِيْنِهِمْ وَلاَ يَحْتَاجُوْنَ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ. وَالسَّابِعُ : اَلْعِلْمُ يَقْوِي الرَّجُلَ عَلَى الْمُرُوْرِ عَلَى الصِّرَاطِ وَالْمَالُ يَمْنَعُهُ.

ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম সাত কারণে।

প্রথম : ইলম নবীগণের মিরাস বা উত্তরাধিকার। আর সম্পদ ফেরআউনদের উত্তরাধিকার।

দ্বিতীয় : ইলম ব্যয় করলে কমেনা। আর সম্পদ ব্যয় করলে কমে যায়।

তৃতীয় : সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি মুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে ইলম আলেমকে সংরক্ষণ করে থাকে।

চতুর্থ : যখন মানুষ মরে যায়, তার সম্পদ পৃথিবীতে রয়ে যায়। কিন্তু ইলম ব্যক্তির সাথে কবরে চলে যায়।

পঞ্চম : সম্পদ ঈমানদার ও কাফের উভয়ের অর্জিত হয়। আর দ্বীনের ইলম শুধুমাত্র ঈমানদারেরই অর্জিত হয়।

ষষ্ঠ : সকল মানুষ নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপারে আলেমের মুখাপেক্ষী। কিন্তু সবাই সম্পদশালীর দিকে মুখাপেক্ষি নয়।

সপ্তম : ইলম দ্বারা পুলসিরাত অতিক্রম করার শক্তি অর্জিত হবে। অন্যদিকে সম্পদ তা পার হতে বাধা সৃষ্টি করবে।”[২৯]

---

[২৯]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৭

২৩. সরকারে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً.

“কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করা ষাট বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।”[৩০]

হযরত আল্লামা ইমাম রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- এ ফযীলতের দু'টি কারণ।

أَحَدُهَا : أَنَّ التَّفَكُّرَ يُوْصِلُكَ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَالْعِبَادَةُ تُوْصِلُكَ إِلَى ثَوَابِ اللهِ تَعَالَى وَالَّذِيْ يُوْصِلُكَ إِلَى اللهِ خَيْرٌ مِمَّا يُوْصِلُكَ إِلَى غَيْرِ اللهِ.

وَالثَّانِي : أَنَّ التَّفَكُّرَ عَمَلُ الْقَلْبِ وَالطَّاعَةُ عَمَلُ الْجَوَارِحِ ، وَالْقَلْبُ أَشْرَفُ مِنَ الْجَوَارِحِ فَكَانَ عَمَلُ الْقَلْبِ أَشْرَفُ مِنْ عَمَلِ الْجَوَارِحِ وَالَّذِيْ يُؤَكِّدُ هَذَا الْوَجْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ﴾ [طه : 14] جَعَلَ الصَّلَاةَ وَسِيْلَةً إِلَى ذِكْرِ الْقَلْبِ وَالْمَقْصُوْدُ أَشْرَفُ مِنَ الْوَسِيْلَةِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ أَشْرَفُ مِنْ غَيْرِهِ.

“এক. চিন্তা-ভাবনা করা তোমাকে আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছাবে। আর ইবাদত তোমাকে আল্লাহ তা'আলার সওয়াব পর্যন্ত পৌছাবে। অতএব যে বস্তুটি আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছায়, সেটি উত্তম ঐ বস্তু থেকে, যা তোমাকে গায়রুল্লাহ পর্যন্ত পৌছায়।”

দুই. চিন্তা-ভাবনা অন্তরের কাজ এবং আনুগত্য করা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ। আর অন্তর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে উত্তম। এতএব তার কাজও সকল অঙ্গসমূহের কাজের চেয়ে উত্তম।”

উপরোক্ত দাবীকে সুদৃঢ় ও মজবুত করে ঐ দলীল, যা আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ 'আমার স্মরণের জন্য নামাজ কায়েম করো।' কেননা আল্লাহ তা'আলা অন্তরের স্মরণের জন্য নামাজকে মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন। আর উদ্দেশ্য মাধ্যমের তুলনায়

---

[৩০]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮০

উত্তম হয়ে থাকে। অতএব প্রমাণিত হলো যে, ইলম অপরাপর বস্তুসমূহ থেকে উত্তম।"[৩১]

২৪. হযরত আল্লামা ইমাম রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন-

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ [النساء : 113] فَسَمَّى الْعِلْمَ عَظِيمًا وَسَمَّي الْحِكْمَةُ خَيْرًا كَثِيرًا فَالْحِكْمَةُ هِيَ الْعِلْمُ. وَقَالَ أَيْضًا : ﴿ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ [الرحمن : 1] فَجَعَلَ هَذِهِ النِّعْمَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَمِيْعِ النِّعَمِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ.

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু তুমি জানতে না। আর তোমার উপর আল্লাহর বড় দয়া রয়েছে।' এখানে আল্লাহ তা'আলা ইলমকে 'বড় দয়া' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং আয়াতে করীমা (وَمَـنْ يُؤْتَي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) এর মধ্যে হেকমতকে অঢেল কল্যাণ বলেছেন। আর হেকমত ইলমেরই অপর নাম। এবং আল্লাহ ইহাও বলেছেন যে, 'রহমান' নিজের মাহবূবকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মোদ্দাকথা খোদা তা'আলা এই নেয়ামতকে সকল নেয়ামতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, যা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইলম সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট।"[৩২]

২৫. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

اَلْعِلْمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَالِ ، وَالْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ وَالْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ ، وَالْعِلْمُ يَزْكُوْ بِالإِنْفَاقِ ، وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ ، وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ.

"ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। ইলম তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করে। অন্যদিকে তুমি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ কর। সম্পদ ব্যয় করলে হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু ইলম ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়। ইলম শাসক, পক্ষান্তরে সম্পদ শাসিত।"[৩৩]

২৬. হযরত আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন-

[৩১]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮০
[৩২]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮০
[৩৩]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮৩

اَلْقَلْبُ مَيِّتٌ وَحَيَاتُهُ بِالْعِلْمِ.

"অন্তর মৃত। তার জীবন সঞ্চারণ ইলমের দ্বারা হয়ে থাকে।"[৩৪]

২৭. হযরত আল্লামা ইবনে হাজর আসকলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন-

فَكَمَا أَنَّ الْغَيْثَ يُحْيِي الْبَلَدَ الْمَيِّتَ فَكَذَا عُلُومُ الدِّينِ تُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ.

"যেমনিভাবে বৃষ্টি মৃত শহরে জীবনী শক্তি সৃষ্টি করে দেয়, তেমনিভাবে দ্বীনের ইলম মৃত অন্তরে জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করে দেয়।"[৩৫]

[৩৪]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮৪
[৩৫]. ইবনে হাজর আসকালানী : ফতহুল বারী, ১/১৬১

ইলম অন্বেষণ ও তার ফযীলত

১. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

"ইলম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয।"[৩৬]

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- 'হাদীসের ব্যাখ্যাকারীরা বলেন যে, ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ধর্মীয় ইলম, যা অর্জন করা বান্দার জন্য আবশ্যক। যেমন- আল্লাহ তা'আলার পরিচয় জানা, তাঁর একত্ববাদ, তাঁর রাসূলের নবুওয়াতের পরিচয় এবং জরুরী মাসায়েল সহ নামাজ পড়ার পদ্ধতি জানা। মুসলমানের জন্য উপরোক্ত বিষয়াদির ইলম অর্জন ফরযে আইন (নির্বিশেষে সকলের উপর ফরয)। আর ফতওয়া ও ইজতেহাদের স্তর পর্যন্ত পৌঁছা ফরযে কেফায়াহ। (কিছু সংখ্যক লোক এই পর্যায়ে পৌঁছলে সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে)।'[৩৭]

আর হযরত আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- এ হাদীসে ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ইলম, যা মুসলমানদের উপর কাল বা সময় হিসেবে আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন- কোন ব্যক্তি যখন ইসলামে প্রবেশ করল, তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান অর্জন করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ল। সাথে সাথে প্রত্যেক ঐ বস্তুর ইলম আবশ্যক হয়ে গেল, যেগুলো ছাড়া ঈমান বিশুদ্ধ নয়। আর যখন নামাজের সময় হল, তার উপর নামাজের বিধি-বিধান জানা ওয়াজিব হয়ে গেল। আর যখন রমযান মাস আসল, তখন রোযার বিধানসমূহ জানা জরুরী হয়ে গেল এবং যখন নেসাবের মালিক (নির্ধারিত সম্পদের মালিক যার উপর জাকাত ফরয) হল, তখন যাকাতের মাসায়েল জানা ওয়াজিব হয়ে পড়ল। আর যদি নেসাবের মালিক হওয়ার আগে কেউ মারা গেল এবং যাকাতের মাসায়েল শিখল না, সে গুনাহগার হল না। আর যখন কোন মহিলাকে বিবাহ করল, তখন হায়েজ ও নেফাস ইত্যাদি যে সকল মাসায়েল স্বামী-স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত; সেগুলো জানা

[৩৬]. ১. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/২৬০, হাদীস : ২২০
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৬

[৩৭]. মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২৩৩

www.AmarIslam.com

মুসলমানের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। এ রকমভাবে সকল বিষয়ে একই হুকুম প্রযোজ্য।[৩৮]

আর হযরত আল্লামা ইমাম গাযালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যবসায়ীদেরকে মারধর করে ইলম শিক্ষা করার জন্য পাঠাতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি বেচা-কেনার বিধান জানেনা, সে যেন ব্যবসা না করে। কেননা মূর্খতার দরুণ সুদ খেয়ে বসবে অথচ তার কাছে উপলব্ধিও হবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক পেশার নির্দিষ্ট ইলম রয়েছে। এমনকি যদি কেউ ক্ষৌরকার হয় তার জানা দরকার যে, মানুষের শরীরের কোন বস্তু কাটার উপযুক্ত আর কোনটি কেটে ফেলার উপযুক্ত নয়। এমনিভাবে অন্যান্য বিষয়সমূহ। আর এ ইলমসমূহ প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরী হয়ে থাকে। অতএব কাপড় বিক্রেতার উপর ক্ষৌরকার্যের পেশা শেখা ফরয নয়।[৩৯]

সতর্কীকরণ : ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তালিবে ইলম বা ছাত্র সেজে মাদ্‌রাসায় নিজের নাম লেখাতে হবে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে অধ্যয়ন করবে; বরং তার অর্থ হল, আহলে সুন্নাতের অনুসারী ওলামাদের স্মরণাপন্ন হয়ে শরীয়তের বিধান তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিবে অথবা নির্ভরযোগ্য, প্রমাণ্য ধর্মীয় কিতাবাদির মাধ্যমে হালাল-হারাম এবং জায়েয-নাজায়েয ইত্যাদি শিখে নিবে।

২. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

طَلَبُ الْعِلْمِ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَطَلَبُ الْعِلْمِ يَوْمًا خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

"এক ঘন্টা বা কিছুক্ষণ ইলম অর্জন করার জন্য ব্যয় করা সারা রাতের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আর একদিন ইলম হাসিল করা তিন মাসের রোযার চেয়ে উত্তম।"[৪০]

৩. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

[৩৮]. আশিয়াতুল লুমআত

[৩৯]. কিমিয়ায়ে সা'দত, পৃষ্ঠা : ১২৯

[৪০]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ২/৪৪১, হাদীস : ৩৯১৭
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৫, হাদীস : ২৮৬৫৬

www.AmarIslam.com

طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى.

"ইলম হাসিল করা আল্লাহর কাছে প্রিয় নামাজের চেয়ে, রোযার চেয়ে, হজ্জের চেয়ে এবং আল্লাহর রাস্তার জিহাদ করার চেয়ে।"[৪১]

৪. হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ.

"যে ব্যক্তি দ্বীনের ইলম হাসিল করার জন্য সফর করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহের একটি রাস্তায় পরিচালিত করে। আর ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ফেরেশতারা তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন।"[৪২]

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন-

فِيهِ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّ طُرُقَ الْجَنَّةِ مَحْصُوْرَةٌ فِي طُرُقِ الْعِلْمِ فَإِنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لَا يَتَصَوَّرُ بِدُوْنِ الْعِلْمِ.

"উক্ত হাদিস শরীফে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাতের রাস্তাসমূহ ইলমের রাস্তাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা নেক আমল ইলম ব্যতীত কল্পনা করা যায় না।"[৪৩]

তিনি আরো বলেন যে, আহমদ ইবনে শোয়াইব থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি বসরা শহরে উক্ত হাদীসটি একজন মুহাদ্দিসের সামনে বর্ণনা করলাম, এমতাবস্থায় ঐ মজলিসে এক ধর্মহারা মুতাজালা সম্প্রদায়ের লোক বসা ছিল, যে ইলম হাসিল করার জন্য এসেছিল। সে উপরোক্ত হাদিস শরীফের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রোপ করে বলল, আগামীকাল আমি

৪১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৫, হাদীস : ২৮৬৫৫
৪২. ১. আবু দাউদ : আস সুনান, ১০/৪৯, হাদীস : ৩১৫৭
২. তিরমিযী : আস সুনান, ৯/২৯৬, হাদীস : ২৬০৬
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৪
৪৩. মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২২৯

জুতা পরিধান করে চলব আর তা দ্বারা ফেরেশতাদের ডানাসমূহকে পদদলিত করব। যখন ঐ ব্যক্তি নিজের কথা অনুসারে দ্বিতীয় দিন জুতা পরে চলা শুরু করল, হঠাৎ ধড়াম করে পড়ে গেল এবং তার পদযুগলে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হয়ে গেল, যদ্দরুন তার দু'পা পঁচে গেল।[৪৪]

আর তাবরানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি ইবনে ইয়াহয়া সাজীর কাছে শুনেছি- তিনি বয়ান করতেন যে, আমরা এক মুহাদ্দিসের কাছে যাওয়ার জন্য বসরা শহরের গলীসমূহ অতিক্রম করছিলাম। আমাদের সাথে একজন কৌতুকী লোক ছিল, যে নিজের ধর্মের বিষয়ে সমালোচিত ছিল। সে বলল, إِرْفَعُوْا أَرْجُلَكُمْ عَنْ أَجْنِحَةِ الْمَلَائِكَةِ لَا تَكْسِرُوْا 'তোমরা তোমাদের পা ফেরেশতাদের ডানা থেকে উঠিয়ে নাও তাঁদের ডানাগুলোকে ভেঙ্গে ফেলনা' অর্থাৎ এ হাদিস শরীফের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রোপ করল, তখন ঐ স্থলেই তার পা সমূহ তাকে আছড়ে ফেলল এবং সে ধড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল।[৪৫]

৫. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

"যে ব্যক্তি ইলমের অন্বেষণে পথ চলে, ইলমের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। আর যখন কোন সম্প্রদায় বা দল আল্লাহর ঘরসমূহ হতে কোন ঘরে (অর্থাৎ মসজিদ, মাদ্রাসা বা খানকাহ এর মধ্যে) একত্রিত হয় এবং কুরআন মজিদ পড়ে ও পড়ায়, তখন তাদের উপর খোদার পক্ষ থেকে প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, খোদার রহমত তাদেরকে আবৃত করে নেয়। ফেরেশতারা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহ তা'আলা এ

৪৪. মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২২৯
৪৫. মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২২৯

ফেরেশতাদের মধ্যে যারা তার কাছে থাকেন তাঁদের আলোচনা করেন।”[৪৬]

৬. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, সরকারে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

“যে ব্যক্তি ইলমের অন্বেষণে বের হল, সে ফিরে আশা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় বলে গণ্য হবে।”[৪৭]

উল্লেখ্য যে, ফতওয়া হাসিল করার উদ্দেশ্য দ্বীনের আলেমের কাছে যাওয়াটাও ইলম তলব করার মধ্যে শামিল।

৭. হযরত সানজারা আযদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى.

“যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করল, তার ইলম হাসিল করাটা অতীতের গুণাসমূহের কাফ্ফারা হয়ে গেল।”[৪৮]

এ হাদিস শরীফের মর্ম কখনো এ নয় যে, তালিবে ইলম যে কোন ধরণের গুণাহ ইচ্ছামত করবে; বরং উদ্দেশ্য হল এই যে, দ্বীনি ইলম হাসিল করার কারণে সগীরা গুণাহ মাফ হয়ে যায়। অথবা উদ্দেশ্য ইহা যে, সঠিক নিয়তে ইলম হাসিল করা তওবার মাধ্যমে তার গুণাহসমূহ ক্ষমা হয়ে যাওয়ার মাধ্যম হবে।

৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ.

[৪৬]. ১. মুসলিম : আস সহীহ, ১৩/২১২, হাদীস : ৪৮৬৭
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৩

[৪৭]. ১. তিরমিযী : আস সুনান, ৯/২৪৪, হাদীস : ২৫৭১
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৬

[৪৮]. ১. তিরমিযী : আস সুনান, ৯/২৪৫, হাদীস : ২৫৭২
২. দারমী : আস সুনান, ২/১১৭, হাদীস : ৫৭২
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৬

“উত্তম কথা অর্থাৎ ইলমের আলোচনা শুনে মুমিন কখনো পরিতৃপ্ত হয় না জান্নাতে পৌছে যাওয়া পর্যন্ত।”[৪৯]

৯. হযরত ওয়াসেলা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ.

“যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম তালাশ করল এবং তা পেয়ে গেল, তাঁর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। আর যে ব্যক্তি তা পায়নি, তার জন্য এক গুণ সওয়াব।”[৫০]

১০. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ.

“আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করেন যে, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোন পথ অতিক্রম করবে আমি তাঁর জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিব।”[৫১]

১১. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ ، مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ ، وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا.

“দুইজন ক্ষুধার্ত কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। ১. ইলমের ক্ষুধার্ত ইলম দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না। ২. দুনিয়ার ক্ষুধার্ত দুনিয়া দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না।”[৫২]

[৪৯]. ১. তিরমিযী : আস সুনান, ৯/৩০০, হাদীস : ২৬১০
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৪

[৫০]. ১. দারমী : আস সুনান, ১/৩৮০, হাদীস : ৩৪৪
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৬

[৫১]. ১. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৭/৫০০, হাদীস : ৫৩৬৭
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৬

[৫২]. ১. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ১২/৪৯৭, হাদীস : ৯৭৯৮

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী বোখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- মানুষ যত বেশি ইলম হাসিল করে, তার পিপাসা আরো বৃদ্ধি পায়।[৫৩]

অতএব বুঝা গেল, যে মৌলভীর পেট ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায় আসলে সে ইলমই হাসিল করে নাই।

১২. হযরত আওন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ : صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلاَ يَسْتَوِيَانِ ، أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضًا لِلرَّحْمٰنِ ، وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادَى فِي الطُّغْيَانِ. ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ ﴿كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ قَالَ وَقَالَ الآخَرُ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾.

"দুই ক্ষুধার্ত কখনো তৃপ্ত হয় না। ইলমওয়ালা এবং দুনিয়াদার। কিন্তু দু'টি সমান নয়। কেননা, ইলমওয়ালা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে আর দুনিয়াদ্বার বিরুদ্ধাচরণে বেড়ে যায়। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত পড়লেন যে, كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ...الخ অর্থাৎ হুশিয়ার থেকো। নিঃসন্দেহে মানুষ বিরুদ্ধাচারণ করে যখন সে নিজেকে নিজে অমুখাপেক্ষী মনে করে। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্য এক ব্যক্তিকে বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ...الخ অর্থাৎ আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে ওলামারাই ভয় করেন।"[৫৪]

১৩. হযরত ইবনে সিরীন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৭

[৫৩]. আশিয়াতুল লুমআত

[৫৪]. ১. দারমী : আস সুনান, ১/৩৮৩, হাদীস : ৩৪১
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৭

"এ ইলম অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের ইলমই দ্বীন। অতএব তোমরা খেয়াল রেখো যে, তোমরা নিজেদের দ্বীন কার কাছ থেকে অর্জন করছ।"[৫৫]

অর্থাৎ পথভ্রষ্ট, ধর্মহীন এবং দুনিয়াদারের কাছ থেকে কুরআন-হাদীসের ইলম হাসিল করোনা। যাতে পথভ্রষ্টতা, ধর্মহীনতা ও দুনিয়াদারী তোমার মধ্যে সংক্রমিত হবে। আর কোন মাহফিলে ধর্মহারা ব্যক্তির ওয়াজ শুনার জন্যও যেও না, যাতে করে ধর্মহীনতা প্রভাব বিস্তার করে ফেলবে। তাই ধর্মহীন ব্যক্তির বক্তব্য শুনার জন্য যাওয়া হারাম ও নাজায়েয।

১৪. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

أَجْوَعُ النَّاسِ طَالِبُ الْعِلْمِ وَأَشْبَعُهُمُ الَّذِي لاَ يَبْتَغِيهِ.

"মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষুধার্ত হল তালিবে ইলম আর তাদের মধ্যে যার পেট ভরা, সে ইলম তালাশ করেনা।"[৫৬]

১৫. হযরত আবু যর ও হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

إِذَا جَاءَ الْمَوْتُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ.

"যখন তালিবে ইলমের মৃত্যু হয় এমতাবস্থায় সে ইলম অর্জন করছে, সে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করল।"[৫৭]

১৬. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَمْكَنَهُ طَلَبُ الْعِلْمِ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَطْلُبْهُ.

"কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আফসোসকারী ঐ ব্যক্তি হবে, যে দুনিয়ায় দ্বীনি ইলম অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু সে দ্বীনি ইলম অর্জন করে নাই।"[৫৮]

[৫৫]. ১. মুসলিম : আস সহীহ, ১/৩৩
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৭

[৫৬]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৬, হাদীস : ২৮৬৮৪

[৫৭]. ১. বায্যার : আল-মুসনাদ, ২/৪৪৫, হাদীস : ৮৫৭৪
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৯, হাদীস : ২৮৬৯৪

[৫৮]. ১. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক, ৫১/১৩৮

১৭. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ.

"দ্বীনি ইলম অর্জন করো যদিও চীন দেশে যেতে হয়।"[৫৯]

এ হাদিস শরীফের দ্বারা দ্বীনি ইলমের সীমাহীন গুরুত্ব প্রমাণিত হয় যে, তখনকার সময় যখন উড়োজাহাজ, রেল ও মোটর গাড়ি ছিল না, আরব দেশ থেকে চীন দেশে পৌঁছা কতইনা কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদিও তোমাদের আরব থেকে চীন দেশে যেতে হয় তবুও অবশ্যই দ্বীনের ইলম অর্জন করো। এর প্রতি কখনো অবহেলা করো না।

১৮. হযরত যিয়াদ ইবনে হারিস সদায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে,

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ تَكَفَّلَ اللهُ لَهُ بِرِزْقِهِ.

"যে ব্যক্তি দ্বীনের ইলম হাসিল করল, আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় তাঁর রিযিকের দায়িত্ব নিয়ে নিলেন।"[৬০]

১৯. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ.

"ইলম অর্জন করো এবং ইলমের জন্য আত্মমর্যাদাবোধ ও গাম্ভীর্যতা শিক্ষা করো। আর যারা তোমাদের কাছে ইলম শিক্ষা করে, তাদের প্রতি বিনয়ী হও।"[৬১]

২০. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

نِعْمَ الْعَطِيَّةُ كَلِمَةُ حَقٍّ تَسْمَعُهَا ، ثُمَّ تَحْمِلُهَا إِلَى أَخٍ لَكَ مُسْلِمٍ فَتُعَلِّمُهَا إِيَّاهُ.

---

২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৯, হাদীস : ২৮৬৯৬

[৫৯]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৯, হাদীস : ২৮৬৯৭
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ১/৭৮, হাদীস : ২৩৬

[৬০]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৯, হাদীস : ২৮৭০০

[৬১]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ১৯/৪৫০, হাদীস : ১০৭৭
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮০, হাদীস : ২৮৭১৭

"সর্বোত্তম বখশিশ হলো ঐ সত্য কথা যা তুমি শিখবে অতঃপর তা নিজ মুসলিম ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবে এবং তাকে উহা শিক্ষা দিবে।"[৬২]

২১. হযরত হাস্সান ইবনে আবু সেনান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

طَالِبُ الْعِلْمِ بَيْنَ الْجُهَّالِ كَالْحَيِّ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ.

"মূর্খদের মাঝে দ্বীনি ইলম অর্জনকারী মৃতদের মাঝে জীবিত ব্যক্তির ন্যায়।"[৬৩]

২২. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

طَالِبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

"ইলম অর্জনকারী আল্লাহর নিকট আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর চেয়ে উত্তম।"[৬৪]

২৩. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

طَالِبُ الْعِلْمِ طَالِبُ الرَّحْمَةِ طَالِبُ الْعِلْمِ رُكْنُ الْإِسْلَامِ ، وَيُعْطَى أَجْرُهُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ.

"দ্বীনের ইলম অন্বেষণকারী প্রকৃতপক্ষে রহমত অন্বেষকারী, দ্বীনের ইলম অর্জনকারী ইসলামের স্তম্ভ। তাঁকে নবীগণের সাথে প্রতিদান দেয়া হবে।"[৬৫]

২৪. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

قَلْبٌ لَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْحِكْمَةِ كَبَيْتٍ خَرِبٍ فَتَعَلَّمُوْا وَعَلِّمُوْا وَتَفَقَّهُوْا وَلَا تَمُوْتُوْا جُهَّالاً ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَعْذِرُ عَنِ الْجَهْلِ.

---

[৬২]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ১০/১৮৯, হাদীস : ১২২৫১
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮০, হাদীস : ২৮৭১০

[৬৩]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮১, হাদীস : ২৮৭২৬
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ২/৪৩৯, হাদীস : ৩৯১১

[৬৪]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮১, হাদীস : ২৮৭২৭
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস

[৬৫]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮২, হাদীস : ২৮৭২৯
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ২/৪৪০, হাদীস : ৩৯১৫

"ঐ অন্তর যেখানে ইলমের কিছু অংশও নেই, বিরান ও পরিত্যক্ত ঘরের ন্যায়। অতএব শিক্ষা করো এবং শিক্ষা দান করো ও দ্বীনের বিষয়ে গভীর জ্ঞান হাসিল করো এবং মূর্খ থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা মূর্খ থাকার উযর-আপত্তি গ্রহণ করবেন না।"[৬৬]

২৫. হযরত হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত-

مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ الْعِلْمَ فَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمَهُ.

"ইহাও সদকার অন্তর্ভুক্ত যে, কোন ব্যক্তি দ্বীনি ইলম শিখে এবং তদানুসারে আমল করে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।"[৬৭]

২৬. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ طَلَبُ الْعِلْمِ.

"সর্বোত্তম ইবাদত হল ইলম অর্জন করা।"[৬৮]

২৭. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ يَتَعَلَّمُهَا الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَخَيْرٌ لَهُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ وَالْمَرْأَةَ الْمُطِيعَةَ لِزَوْجِهَا وَالْوَلَدَ الْبَارَّ بِوَالِدَيْهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مَعَ الأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"মুসলমানের জন্য একটি ধর্মীয় মাসআলা শিক্ষা করা এক বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আর হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধরের একটি দাস স্বাধীন করার চেয়ে উত্তম। নিঃসন্দেহে তালিবে ইলম, স্বামীর অনুগত স্ত্রী, এবং মা-বাবার প্রতি সদাচরণকারী সন্তান এরা সবাই নবীগণের সাথে হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৬৯]

২৮. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

[৬৬]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৪, হাদীস : ২৮৭৫০
[৬৭]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৯, হাদীস : ২৮৮১৪
[৬৮]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯০, হাদীস : ২৮৮২১
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ১/৩৫৪, হাদীস : ১৪২৪
[৬৯]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯১, হাদীস : ২৮৮২৮

مَنْ كَانَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَتِ الْجَنَّةُ فِي طَلَبِهِ، وَمَنْ كَانَ فِي طَلَبِ الْمَعْصِيَةِ كَانَتِ النَّارُ فِي طَلَبِهِ.

"যে ব্যক্তি ইলমের অনুসন্ধানে থাকবে, জান্নাত তাকে অনুসন্ধান করতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গোনাহের খোঁজে থাকবে, জাহান্নাম তাকে খোঁজতে থাকবে।"[৭০]

২৯. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ صَغِيرًا فَطَلَبَهُ كَبِيرًا فَمَاتَ مَاتَ شَهِيدًا.

"যে বাল্যকালে ইলম অর্জন করে নাই, অতএব প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ইলম হাসিল করল; অতঃপর মৃত্যুবরণ করল সে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করল।"[৭১]

৩০. হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

إِذَا تَعَلَّمْتَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ كَانَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ تَطَوُّعًا مُتَقَبَّلَةً.

"যখন তুমি ইলমের একটি অধ্যায় শিখবে তা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত মকবুল নফল নামাজের চেয়ে শ্রেয়।"[৭২]

৩১. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عُتَقَاءِ اللهِ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِيْنَ فَوَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا مِنْ مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ عَالِمٍ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَبَنَى لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِيْنَةً فِي الْجَنَّةِ وَيَمْشِيْ عَلَى الأَرْضِ وَالأَرْضُ

[৭০]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯২, হাদীস : ২৮৮৪২
[৭১]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯২, হাদীস : ২৮৮৪৩
[৭২]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯৩, হাদীস : ২৮৮৪৮
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ১/২৭৮, হাদীস : ১০৮৪

تَسْتَغْفِرْ لَهُ وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُوْرًا لَهُ وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللهِ مِنَ النَّارِ».

"জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আল্লাহর বান্দাদেরকে যদি কেউ দেখতে চায়, সে যেন তালিবে ইলমদেরকে দেখে। ঐ সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, যখন কোন তালিবে ইলম কোন আলেমের দরজায় আসা-যাওয়া করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি কদমের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদত লিপিবদ্ধ করেন এবং তার জন্য প্রতি কদমের বিনিময়ে জান্নাতে একটি শহর নির্মাণ করেন। আর সে জমিতে এমতাবস্থায় চলাফেরা করে যে, জমিন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েই সকাল-বিকাল করে। আর ফেরেশতারা তালিবে ইলমের জন্য এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা জাহান্নাম থেকে আল্লাহর মুক্তিপ্রাপ্ত দল।"[৭৩]

৩২. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنِ اغْبَرَّتْ قَدْمَاهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَكَاهُ وَإِنْ مَاتَ فِي طَلَبِهِ مَاتَ شَهِيْدًا ، وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَيُوَسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصْرِهِ ، وَيُنَوَّرُ عَلَى جِيْرَانِهِ أَرْبَعِيْنَ قَبْرًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَأَرْبَعِيْنَ قَبْرًا عَنْ يَسَارِهِ ، وَأَرْبَعِيْنَ عَنْ خَلْفِهِ ، وَأَرْبَعِيْنَ أَمَامَهُ.

"ইলম অনুসন্ধানে যার পা-যুগল ধুলোমিশ্রিত হয়, আল্লাহ তা'আলা তার দেহকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। আর আল্লাহর ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আর যদি সে ইলম তলব করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, শহীদের মর্যাদা লাভ করল। আর তার কবর জান্নাতের বাগিচাসমূহ থেকে একটি বাগিচায় পরিণত হবে এবং তার কবরকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করা হবে। আর তার প্রতিবেশীদের ডানে চল্লিশ কবর, বামে চল্লিশ কবর, পিছনে চল্লিশ কবর এবং সামনে চল্লিশ কবর আলোকিত করা দেয়া হবে।"[৭৪]

[৭৩]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৫
[৭৪]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮১

৩৩. হযরত আল্লামা ইমাম রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীর সাথে কথা বলতেছিলেন, হঠাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করেন যে, এ ব্যক্তি যে আপনার সাথে কথা বলছে, তার জীবন মাত্র এক ঘন্টা বাকী আছে এবং তখন আছরের সময় ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সাহাবীকে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন, তখন সে অস্থির হয়ে গেল এবং বলল, হে রাসূল! আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যা এ মুহূর্তে আমার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জ্ঞান শিক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়। অতএব সে জ্ঞান হাসিল করায় মশগুল হয়ে গেল এবং মাগরিবের আগে ইন্তেকাল করল। বর্ণনাকারী বলেন, যদি ইলমের চেয়ে উত্তম কোন কিছু থাকত, তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঐ মুহূর্তে ঐ কাজ করার আদেশ দিতেন।[৭৫]

৩৪. হযরত আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন যে, মুমিন ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কারণে ইলম হাসিল করে থাকে। ১. আল্লাহ তা'আলা আমাকে ফরযসমূহ আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। আর আমি ইলম ব্যতিত তা আদায় করতে সক্ষম হবনা। ২. খোদা তা'আলা আমাকে গুণাহসমূহ থেকে দূরে থাকার আদেশ দিয়েছেন এবং আমি ইলম ছাড়া তা থেকে বাঁচতে পারবনা। ৩. আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শুকরিয়া করা আমার উপর আবশ্যক। আর আমি ইলম ছাড়া তার শুকরিয়া করতে পারবনা। ৪. খোদা তা'আলা আমাকে সৃষ্টিকুলের সাথে ইনসাফ করার আদেশ দিয়েছেন। আর আমি ইলম ছাড়া ইনসাফ করতে পারিনা। ৫. আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুসিবতের সময় ধৈর্য ধরার আদেশ দিয়েছেন। আর আমি ইলম ছাড়া ধৈর্যধারণ করতে পারবনা। ৬. খোদা তা'আলা আমাকে শয়তানের সাথে শত্রুতা পোষণ করার আদেশ দিয়েছেন, আর আমি ইলম ছাড়া তার সাথে দুশমনি করতে পারবনা।[৭৬]

[৭৫]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮২
[৭৬]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৮

ইলম শিক্ষার্থী ও তার নিয়ত

ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্য হল, ইসলামকে শক্তিশালী করা ও তার প্রচার-প্রসার করা, যাতে করে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হয়। ধন-সম্পদ এবং পদমর্যাদা কখনো উদ্দেশ্য হতে পারবেনা। কেননা এগুলোর উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করার ব্যাপারে অসংখ্য ধমকি ও হুশিয়ার বাণী এসেছে।

১. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

"যে ব্যক্তি এমন ইলম শিক্ষা করল, যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা হয় কেবল এ নিয়তে যে, এর মাধ্যমে পার্থিব সম্পদ করবে, সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পাবেনা।"[৭৭]

এ হাদিস শরীফের বিশ্লেষণের সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলমের দ্বারা শুধুমাত্র দুনিয়াকে উদ্দেশ্য করবে, সে এই হুমকির উপযুক্ত। আর যদি উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি হয় কিন্তু পাশাপাশি সম্পদ এ জন্য অর্জন করা হয় যে, যাতে একাগ্রচিত্তে দ্বীনের খেদমত সম্ভব হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টা উদ্দেশ্য হয়, তবে নিয়ত অনুপাতে ইলম হাসিল করার সওয়াব কমে যাবে।

২. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ

[৭৭]. ১. আবু দাউদ : আস সুনান, ১০/৮২, হাদীস : ৩১৭৯
২. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/২৯৪, হাদীস : ২৪৮
৩. মুসনাদে আহমদ : ১৭/১৪৫, হাদীস : ৮১০৩
৪. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৫

حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

"কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম শহীদের বিচারকার্য সম্পাদন করা হবে। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকে স্বীয় নেয়ামতসমূহের স্বীকারোক্তি নিবেন, তখন সে স্বীকার করবেন। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তুমি এগুলোর শুকরিয়া হিসেবে কি কাজ করেছ? সে বলবে, আপনার রাস্তায় জিহাদ করেছি। এমনকি মৃত্যুবরণ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যুক। তুমি এ জন্য যুদ্ধ করেছিলে যে, তোমাকে বীর বলা হোক। তোমাকে বীর বলা হয়েছে। অতঃপর আদেশ হবে, তখন তাকে উপুড় করে টানা হবে এমনকি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর ঐ ব্যক্তি যে ইলম শিক্ষা করেছে ও তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে, তাকে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে স্বীয় নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিবে। সে নেয়ামতসমূহ স্মরণ করবে। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি এগুলোর শুকরিয়া হিসেবে কি কাজ করেছ? সে বলবে, ইলম শিখেছি ও শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ আরজ করবেন, তুমি মিথ্যুক। তুমি ইলম এ জন্য শিখেছিলে যে, তোমাকে আলিম বলা হয় এবং কুরআন এজন্য পড়েছিলে যে, তোমাকে ক্বারী বলা হয়। এসব কিছু তোমাকে বলা হয়েছে। অতঃপর

আদেশ দেয়া হবে। তখন তাকে উপুড় করে টানা হবে এমনকি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেছিলেন এবং সবধরণের সম্পদ দান করেছে, তাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে স্বীয় নেয়ামতসমূহের স্বীকারোক্তি নিবেন। সে স্বীকার করবে। বলবেন, তুমি এগুলোর শুকরিয়ায় কী কাজ করেছ? সে বলবে, আমি এমন কোন খাত বাদ দিই নাই, যাতে ব্যয় করা আপনার কাছে পছন্দনীয়। আর আপনার সন্তুষ্টির জন্য এই খাতগুলোতে খরচ করেছি। বলবেন, তুমি মিথ্যুক। তুমি এজন্য খরচ করেছিলে যে, তোমাকে দানশীল বলা হয়। আর তা বলা হয়ে গেছে। অতঃপর আদেশ জারি করা হবে। তখন তাকে উপুড় করে টানা হবে, এমনকি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৭৮]

এ হাদিস শরীফের দ্বারা স্পষ্ট হল যে, যদি দ্বীনি ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ না হয়; বরং শুধু আলিম ডাকা উদ্দেশ্য হয়, তখনও সওয়াবের পরিবর্তে শাস্তি হবে।

৩. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ.

"অপাত্রে ইলম শিক্ষাদানকারী শুকরের গলায় মণি-মুক্তা ও স্বর্ণের হার পরিধানকারীর মতই।"[৭৯]

অপাত্র ও অযোগ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ত ঐ ব্যক্তি যে নির্বোধ অথবা ঐ তালিবে ইলম যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদার জন্য দ্বীনি ইলম শিক্ষা করেছে। কেননা এরূপ ব্যক্তির দ্বারা ইসলাম ও সুন্নাতের উপকারের পরিবর্তে অপকার হবে এবং হেদায়তের বিপরীতে পথভ্রষ্টতা বিস্তার লাভ করবে। মাওলানা রূমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

نااہل را علم وفن آموختن   دادن تیغ ست دست راہزن

[৭৮]. ১. মুসলিম শরীফ : ১০/৯, হাদীস : ৩৫২৭
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৩

[৭৯]. ১. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/২৬০, হাদীস : ২২০
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৪

অপাত্রে শাস্ত্র-জ্ঞান শিক্ষাদান
ডাকাতের হস্তে যেন তলোওয়ার প্রদান।

অর্থাৎ অযোগ্যকে জ্ঞান-গরিমা শিখানো এরূপ যেমন ডাকাতের হাতে তলোওয়ার দেওয়া।

৪. হযরত কাব বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে রাসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ.

"যে ব্যক্তি এজন্য ইলম হাসিল করে যে, তা দ্বারা আলেমদের সাথে মোকাবিলা করে বা এ জন্য যে মূর্খদের সাথে বিবাদ করে অথবা এ জন্য যে নিজের দিকে মানুষের দৃষ্টি ফিরাবে; তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।"[৮০]

৫. হযরত হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

"যে ব্যক্তির এ মুহূর্তে মৃত্যু আসবে যে, সে ইসলামকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ইলম অর্জন করছে, তার ও নবীদের মাঝে জান্নাতে একটি মাত্র মর্যাদার ব্যবধান হবে।"[৮১]

৬. হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

مَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ لِيَرُدَّ بِهِ بَاطِلًا مِنْ حَقٍّ أَوْ ضَلَالًا مِنْ هُدًى كَانَ كَعِبَادَةِ مُتَعَبِّدٍ أَرْبَعِينَ عَامًا.

"যে ব্যক্তি ইলমের একটি অধ্যায় শিখার জন্য বের হল, যাতে তা দ্বারা সত্য থেকে বাতিলকে প্রতিহত করে অথবা হেদায়ত থেকে

[৮০]. ১. তিরমিযী : আস সুনান, ৯/২৫৫, হাদীস : ২৫৭৮
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৪

[৮১]. ১. দারমী : আস সুনান, ১/৩৯৭, হাদীস : ৩৬২
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৬

পথভ্রষ্টতাকে দূরীভূত করে, সে ব্যক্তি চল্লিশ বৎসর ইবাদতকারীর মত।"[৮২]

৭. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

مَنْ طَلَبَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ لِيُصْلِحَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ لِمَنْ بَعْدَهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ.

"যে ব্যক্তি ইলমের একটি অধ্যায় হাসিল করে যাতে করে নিজেকে বা পরবর্তী প্রজন্মকে সংশোধন করতে পারে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পাহাড়ের বালুকরাশি সম সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।"[৮৩]

৮. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ للهِ فَهُوَ كَالصَّائِمِ نَهَارُهُ وَكَالْقَائِمِ لَيْلَهُ وَإِنَّ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبُو قُبَيْسٍ ذَهَبًا فَيُنْفِقُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম হাসিল করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সারা দিন রোযাদার ও রাত্রিকালের ইবাদত মগ্ন। নিঃসন্দেহে কোন ব্যক্তি ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা অধিক উত্তম ইহা থেকে যে, আবু কোবাইস নামক পাহাড় তার জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং সে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে।"[৮৪]

৯. হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُحَدِّثَ بِهِ النَّاسَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ أَعْطَاهُ أَجْرَ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا.

"যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা মানুষের কাছে বর্ণনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সত্তর জন নবীর সওয়াব প্রদান করবে।"[৮৫]

১০. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

---

[৮২]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯৩, হাদীস : ২৮৮৩৫
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস

[৮৩]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯২, হাদীস : ২৮৮৩৭
২. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক, ৪৩/১৩৯

[৮৪]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৫

[৮৫]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৫

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য দ্বীনি ইলম অর্জন করে, সে যেন জাহান্নামকে স্বীয় ঠিকানা হিসেবে নির্ধারিত করে নেয়।"[৮৬]

১১. হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

مَنْ طَلَبَ عِلْمًا يُبَاهِي بِهِ النَّاسَ فَهُوَ فِي النَّارِ.

"যে ব্যক্তি ইলম দ্বারা মানুষের সামনে অহংকার করার জন্য তা অর্জন করে, সে জাহান্নামে যাবে।"[৮৭]

১২. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

مَنْ طَلَبَ الْحَدِيْثَ أَوِ الْعِلْمَ يُرِيْدُ بِهِ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ حَرْثَ الآخِرَةِ.

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার লোভে হাদিস বা অন্য ইলম অর্জন করবে, সে পরকালের ক্ষেত বা ফসল থেকে বঞ্চিত হবে।"[৮৮]

১৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ فَهُوَ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"যে আমল করার নিয়ত ছাড়া অন্য কিছুর জন্য দ্বীনি ইলম হাসিল করে, সে যেন স্বীয় রবের সাথে বিদ্রোপকারী।"[৮৯]

১৪. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ فَلَيْسَ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ.

"যে পরকালের আমল দ্বারা দুনিয়ার অন্বেষণ করবে, পরকালে তার জন্য কোন অংশ নেই।"[৯০]

---

[৮৬]. ১. তিরমিযী : আস সুনান, ৯/২৫৬, হাদীস : ২৫৭৯
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১১২, হাদীস : ২৯০৬২

[৮৭]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১১৫, হাদীস : ২৯০৫৮
২. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক, ৪৫/৪৭০

[৮৮]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১১৫, হাদীস : ২৯০৬০

[৮৯]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১১৫, হাদীস : ২৯০৬৬
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস

[৯০]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১১৫, হাদীস : ২৯০৬৭
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস

ফিকাহ ও ফকীহগণের ফযীলত

আভিধানিক অর্থে বক্তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য অনুধাবন করাকে ফিকাহ বলে। শরীয়তের পরিভাষায় 'ফিকাহ' আমলের সাথে সম্পর্কিত ঐ সকল শরীয়তের বিধান জানার নাম, যা বিস্তারিত দলীল-প্রমাণাদি থেকে আহরণ করা হয়েছে।

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, ফিকাহ মূলত বুঝা ও অনুধাবন করাকে বলে। শরীয়তের পরিভাষায় আমল সম্পর্কিত বিধানসমূহ জানাকে ফিকাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর ফিকাহ সম্পর্কে যার বুৎপত্তি আছে তাকে ফকীহ বলে। 'ফুকাহা' ফকীহ -এর বহুবচন।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"এরূপ কেন হলনা যে, তাদের প্রত্যেক বড় দল থেকে একটি ছোট দল বের হয় যাতে করে দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করে এবং তারা ফিরে এসে স্বজাতিকে ভীতি প্রদর্শন করে। তাহলে সম্ভবত তারা বিরত থাকত।"[৯১]

ইমাম রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, প্রবাসে যাওয়া ব্যতীত যদি ইলমে ফিকাহ হাসিল করা সম্ভব না হয়, তবে প্রবাস জীবন গ্রহণ করা ওয়াজিব।[৯২]

হযরত সদরুল আফাযেল মাওলানা নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, ফিকাহ দ্বীনের বিধানসমূহ জানাকে বলে। পারিভাষিক 'ফিকাহ' উক্ত অর্থের আসল কেন্দ্রস্থল। তিনি আরো লিখেন, ফিকাহ সর্বোৎকৃষ্ট ইলম।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, দ্বীনি ইলম হল ফিকাহ ও হাদীস। যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের পণ্ডিতগণ

---

[৯১]. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ১২২
[৯২]. রাযী : তাফসীরে কবির, ৪/৫৩৫

www.AmarIslam.com

ওলামা নয়। এগুলো ফিকাহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। অতএব যার কাছে ফিকাহের জ্ঞান বেশি সেই দ্বীনের বড় আলিম, যদিও অন্যরা হাদীস ও তাফসীরের সাথে সম্পর্ক বেশি রাখে।[৯৩]

২. আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন-

وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٢٦٩﴾

"যাকে হেক্‌মত দান করা হয়েছে, তাকে অনেক মঙ্গল প্রদান করা হয়েছে।"[৯৪]

'দুররে মুখতার' প্রণেতা আল্লামা হাসকফী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, তাফসীরকারদের এক দল 'হিকমত' এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, ঐ সকল বিষয়াদি জানা যা ইলমে ফিকাহ বলা হয়ে থাকে। প্রমাণিত হল যে, ফিকাহ এমন ফযীলত বিশিষ্ট ইলম যাকে ইহা দান করা হয়েছে তাকে প্রচুর কল্যাণ দ্বারা ধন্য করা হয়েছে।[৯৫]

৩. হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, সরকার আকদাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে দ্বীনের ফকীহ বানিয়ে দেন।"[৯৬]

ফকীহ বানানোর অর্থ হল আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্বীনের বুঝ, নৈপুণ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা দান করেন এবং তাঁর অন্তরচক্ষু খুলে দেন যে, কুরআন মজীদ ও হাদিস শরীফের অর্থ অনুধাবন করতে পারে এবং তার আসল মর্ম ও উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, উক্ত হাদিসের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের ফকীহ হলনা অর্থাৎ যে ইসলাম ধর্মের মূলনীতি ও তদসংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ শিক্ষা করে নাই, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত

---

[৯৩]. ফতোয়া রেযভিয়া : ৪/৫৭২
[৯৪]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬৯
[৯৫]. হাসকফী : আদ দুররুল মুখতার, ১/২৮
[৯৬]. ১. বুখারী শরীফ : ১/১২৬, হাদীস : ৬৯
২. মুসলিম শরীফ : ৫/২৩৯, হাদীস : ১৭১৯
৩. তিরমিযী : আস সুনান, ৯/২৪১, হাদীস : ২৫৬৯

www.AmarIslam.com

হল। তিনি আরও লিখেন যে, আলিমগণ সকল মানুষের চেয়ে এবং ইলমে ফিকাহ সকল ইলম থেকে উত্তম হওয়ার বর্ণনা এই হাদিস শরীফে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।[৯৭]

৪. হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সায়্যিদে আলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا.

"মানুষ খনি ও ভাণ্ডার, স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনিসমূহের ন্যায়। তাদের মধ্য থেকে যারা কাফের থাকা অবস্থায় উত্তম ছিল তারা মুসলমান হওয়ার পরও পূর্বের ন্যায় উত্তম, যদি তারা দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করে নেয়।"[৯৮]

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি إِذَا فَقِهُوْا। (অর্থাৎ যখন তারা ফকীহ হয়ে যায়, দ্বীনের ইলম শিখে নেয় এবং দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যায়) এর মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধর্মের স্থিতি ইলম ও জ্ঞান অর্জন করার উপর। যদি এই ইলম ও জ্ঞানের পাশাপাশি তার ব্যক্তিগত ভদ্রতা সম্মান একত্রিত হয়ে যায়, তখন এগুলোরও অনেক বেশি মূল্য রয়েছে। দ্বীনের ইলম ছাড়া এগুলোর কোন মান-মর্যাদা নেয়। একারণেই বলা হয়েছে ঐ আলিম যার মধ্যে নীচতা নেই ভদ্র মূর্খের চেয়ে উত্তম।[৯৯]

৫. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূল আকরম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

فَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

"একজন ফকীহ শয়তানের মোকাবিলায় হাজার আবেদের তুলনায় অধিক শক্ত ও ভারী।"[১০০]

[৯৭]. ইবনে হাজর আসকালানী : ফতহুল বারী, ১/১৫১
[৯৮]. মুসলিম শরীফ : ১৩/৮৯, হাদীস : ৪৭৭৪
[৯৯]. আশিয়াতুল লুমআত : ১/১৫২
[১০০]. ১. তিরমিযী : আস সুনান, ৯/২৯৫, হাদীস : ২৬০৫
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৪

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, শয়তানের কাছে একজন ফকীহ হাজার আবেদের চেয়ে ভারী এ কারণে যে, সে শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয় না এবং মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দান করে। পক্ষান্তরে আবেদ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যায় অথচ তার খবরও থাকেনা।[১০১]

৬. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সরকারে আকদাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ.

"দু'টি গুণ মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হতে পারেনা। উত্তম চরিত্র ও দ্বীনের জ্ঞান।"[১০২]

এই হাদিস শরীফের দ্বারা বুঝা গেল যে, যার চরিত্র উন্নত এবং তার মধ্যে দ্বীনের সঠিক ও বিশুদ্ধ জ্ঞান থাকবে, সে মুনাফিক নয়।

৭. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ فِي الدِّينِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ نَفَعَ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ.

"দ্বীনের ঐ ফকীহ কতইনা উত্তম ব্যক্তি যে তার প্রয়োজন হলে উপকার করে। আর যদি তার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করা হয়, সে জনসাধারণ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে।"[১০৩]

হাদিস শরীফের সারমর্ম হলো দ্বীনের একজন আলিমকে এমন হতে হবে যে, সে নিজেকে জনগণের মুখাপেক্ষী করবে না এবং তাদের সাথে সংমিশ্রণের প্রতি আগ্রহীও হবেনা। কিন্তু জনসাধারণ থেকে একেকেরে বিচ্ছিন্নও থাকবে না যে তাদেরকে নিজের ইলম দ্বারা উপকৃত করবেনা; বরং লোকেরা তার জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হলে, তাদেরকে নিজের ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করতে থাকবে। আর যদি মানুষের কাছে তার প্রয়োজনীয়তা না থাকে, সে আল্লাহর ইবাদত,

[১০১]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২৩৩
[১০২]. ১. তিরমিযী : আস সুনান, ৯/২৯৮, হাদীস : ২৬০৮
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৪
[১০৩]. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৬

দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যয়ন, গ্রন্থ রচনা ও ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে নিমগ্ন থাকবে।[১০৪]

৮. হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهِ بَعَثَهُ اللهُ فَقِيهًا، وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا.

"যে ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কীয় চল্লিশটি হাদিস মুখস্থ করবে ও আমার উম্মতের মাঝে প্রচার করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে ফুকাহাদের দলে উঠাবেন এবং আমি কিয়ামত দিবসে তার জন্য সুপারিশ করব ও তার ঈমান ও আনুগত্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করব।"[১০৫]

৯. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ.

"যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের ফকীহ বানান এবং তার মধ্যে দুনিয়া বিমুখ হওয়ার গুণ সৃষ্টি করে দেন এবং তার দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর করিয়ে দেন।"[১০৬]

১০. হযরত ওয়াছেলা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

اَلْمُتَعَبِّدُ بِغَيْرِ الْفِقْهِ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُوْنِ.

"ফিকাহ ব্যতীত ইবাদতকারী চাক্কির গাধার ন্যায়।"[১০৭]

উদ্দেশ্য এই যে, যেমনিভাবে অতীতে আটার চাক্কি গাধা চালাত; কিন্তু আটা খাওয়া তার ভাগ্যে জুটতনা, তেমনিভাবে ফিকাহ তথা শরীয়তের মাসআলাসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা ছাড়া যে ইবাদতের ক্লেশ ভোগ করে, সে কোন বিনিময় পায়না।

[১০৪]. আশিয়াতুল লুমআত : ১/১৭০
[১০৫]. ১. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৩/২৪০, হাদীস : ১৫৯৭
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৬
[১০৬]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৮, হাদীস : ২৮৬৮৯
২. সহীহ ইবনে হিব্বান
[১০৭]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮০, হাদীস : ২৮৭০৯
২. আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৬৩

১১. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

مَا عِنْدَ اللهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْفِقْهِ فِي الدِّيْنِ، وَلَفَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، وَعِمَادُ هَذَا الدِّيْنِ اَلْفِقْهُ.

"দ্বীনি ফিকাহের চেয়ে উত্তম আল্লাহর কাছে কোন বস্তু নেই। আর নিশ্চয় একজন ফকীহ শয়তানের বিরুদ্ধে হাজার আবিদের চেয়ে অধিক শক্ত। প্রত্যেক বস্তুর একটি স্তম্ভ আছে। আর এ দ্বীনের স্তম্ভ হল ফিকাহ।"[১০৮]

১২. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ، وَأَفْضَلُ الدِّينِ الْوَرَعُ.

"সর্বোত্তম ইবাদত হল ফিকাহ। আর দ্বীনের মধ্যে সর্বোত্তম হল পরহেযগারী।"[১০৯]

১৩. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةً وَدِعَامَةُ هَذَا الدِّيْنِ اَلْفِقْهُ.

"প্রত্যেক বস্তুর একটি স্তম্ভ রয়েছে। আর এ দ্বীনের স্তম্ভ হচ্ছে ফিকাহ।"[১১০]

১৪. হযরত দুররা বিনতে আবু লাহাব থেকে বর্ণিত-

خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَؤُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ فِي دِينِ اللهِ وَأَتْقَاهُمْ لِلهِ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ.

"মানুষের মধ্যে উত্তম হল ঐ ব্যক্তি যে তাদের মধ্য থেকে অধিক কুরআন পাঠকারী, যে দ্বীনের সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী, যে অধিক আল্লাহকে ভয় করে, যে সবচেয়ে বেশি সৎকাজের আদেশ দানকারী,

[১০৮]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ১৩/৪২৩, হাদীস : ৬৩৪৫
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৪, হাদীস : ২৮৭৫২
[১০৯]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ১১/১১৩, হাদীস : ৭০
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৫, হাদীস : ২৮৭৬৩
[১১০]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৬, হাদীস : ২৮৭৬৮

যে সবচেয়ে খারাপ কাজ থেকে নিষেধকারী এবং যে ব্যক্তি সকলের চেয়ে আত্মীয়তা রক্ষাকারী।"[১১১]

১৫. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

قَلِيلُ الْفِقْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ الْعِبَادَةِ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ فِقْهًا إِذَا عَبَدَ اللهَ.

"ফিকাহ অল্প হলেও অনেক ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আর মানুষের জন্য ফিকাহ যথেষ্ট যখন সে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে।"[১১২]

১৬. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

طَلَبُ الْفِقْهِ حَتْمٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

"ফিকাহ অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জরুরী ও আবশ্যক।"[১১৩]

১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুয' আয-যুবাইদী থেকে বর্ণিত-

مَنْ تَفَقَّهَ فِي دِينِ اللهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের ফকীহ হল, আল্লাহ তা'আলাই তার দুঃখ-দুর্দশা ও রিযিকের জন্য যথেষ্ট হবে, এভাবে যে সে ধারণাও করতে পারবেনা।"[১১৪]

১৮. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

خَيْرُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ.

"সর্বোত্তম ইবাদত ফিকাহ।"[১১৫]

১৯. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

لاَ عِبَادَةَ إِلاَّ بِفِقْهٍ، وَمَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً.

[১১১]. ১. মুসনাদে আহমদ : ৫৫/৪৫০, হাদীস : ২৬১৬৫
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৭, হাদীস : ২৮৭৮২

[১১২]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ২০/১৩৩, হাদীস : ১৫১১
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৮, হাদীস : ২৮৭৯৪

[১১৩]. ১. হাকেম : আল-মুসতাদরক
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯১, হাদীস : ২৮৮২৫

[১১৪]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯৪, হাদীস : ২৮৮৫৫

[১১৫]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০০, হাদীস : ২৮৯০৯

"ফিকাহ ব্যতীত কোন ইবাদত নেই এবং ফিকাহের এক মজলিস ষাট বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।"[১১৬]

২০. হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত-

مَثَلُ الْعَابِدِ الَّذِيْ لاَ يَتَفَقَّهُ كَمَثَلِ الَّذِيْ يَبْنِي بِاللَّيْلِ وَيَهْدِمُ بِالنَّهَارِ.

"ঐ ইবাদতকারী ব্যক্তির অবস্থা যে ফিকাহ সম্পর্কে অবগত নয় ঐ ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় যে রাত্রিকালে ঘর নির্মাণ করে এবং তা দিনের বেলায় ধ্বংস করে ফেলে।"[১১৭]

২১. হযরত আলী কর্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম থেকে বর্ণিত-

أَلاَ لاَ خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَقُّهٌ وَلاَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَدَبُّرٌ.

"শোন! এমন ইবাদতের মধ্যে কোন লাভ নেই, যেখানে ফিকাহ নেই এবং এমন ইলমের মধ্যেও কোন লাভ নেই, যেখানে চিন্তা ও গবেষণা নেই।"[১১৮]

২২. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

آفَةُ الدِّيْنِ ثَلاَثَةٌ : فَقِيْهٌ فَاجِرٌ، وَإِمَامٌ جَائِرٌ، وَمُجْتَهِدٌ جَاهِلٌ.

"দ্বীনের বিপদ তিন বস্তু। পাপাচারী ফকীহ, জালিম শাসক ও মূর্খ মুজতাহিদ।"[১১৯]

[১১৬]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০০, হাদীস : ২৮৯১৭

[১১৭]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ৪/১৪২, হাদীস : ৬৪৩৯
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০২, হাদীস : ২৮৯৩০

[১১৮]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ১/১৩৫, হাদীস : ৪৭৪
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০৪, হাদীস : ২৮৯৪৩

[১১৯]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০৫, হাদীস : ২৮৯৫৪

ওলামাদের ফযীলত

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ ﴿٥٩﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং যারা তোমাদের মধ্যে উলুল আমর বা (সমস্যা সমাধানকারী ক্ষমতাধর)।"[১২০]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন,

وَالْمُرَادُ مِنْ أُوْلِي الأَمْرِ الْعُلَمَاءُ فِي أَصَحِّ الأَقْوَالِ لأَنَّ الْمُلُوكَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَةُ الْعُلَمَاءِ وَلاَ يَنْعَكِسُ.

"উলুল আমর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওলামাগণ বিশুদ্ধতম মতানুসারে। কেননা রাজ-বাদশাহদের জন্যও ওলামাদের আনুগত্য করা আবশ্যক। এর বিপরীত নয়।"[১২১]

উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে আয়াতে করীমার অর্থ দাঁড়াল যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং যারা তোমাদের মধ্যে আলিম তাদের আনুগত্য কর।

২. আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْ ﴿٢٨﴾

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে তারাই আল্লাহকে ভয় করে, যারা ইলমের অধিকারী।"[১২২]

ইমাম রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- উক্ত বরকতময় আয়াতে এ কথার বর্ণনা রয়েছে যে, ওলামারা জান্নাতী। কেননা ওলামারা আল্লাহকে ভয় করে। আর যারা তাকে ভয় করে তারা জান্নাতী। অতএব ওলামারা জান্নাতী। আর একথার প্রমাণ যে, ভয়কারীরা জান্নাতী। আল্লাহর তা'আলার উক্তি-

[১২০]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯
[১২১]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৪
[১২২]. আল-কুরআন, সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮

www.AmarIslam.com

جَزَآؤُهُمۡ অর্থাৎ তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে বসবাস করার বাগিচা, যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত। আর তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে।[১২৩]

৩. মহান ও পরাক্রমশালী খোদা ইরশাদ করেন-

هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٩﴾

"যারা ইলমের অধিকারী এবং যারা ইলমের অধিকারী নয় উভয় কি সমান হবে?"[১২৪]

উক্ত আয়াতের বুঝা গেল যে, আলিম, যে আলিম নয় তার চেয়ে উত্তম। ইলমবিহীন ব্যক্তি আবিদ হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় আলিম তার চেয়ে উত্তম।

৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ ﴿١١﴾

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমানদারদের এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে বিশেষভাবে তাদের পদমর্যাদাকে উন্নত করবেন।"[১২৫]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, সকল মু'মিন মহান মর্যাদার অধিকারী এবং তাদের মধ্যে বিশেষত দ্বীনের আলিমগণ অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে তাদের সম্মান। আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদাসমূহে সুউচ্চ করার অঙ্গিকার করেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কুরআন ও হাদিস দ্বারা ওলামাদের অসংখ্য ফযীলত প্রমাণিত। এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল ব্যক্তি যারা বাস্তবিক পক্ষে আলিম। সে সার্টিফিকেটধারী হোক বা না হোক। কেননা সার্টিফিকেট কোন কিছুইনা; বিশেষত বর্তমান যুগে যখন মূর্খদেরকে আলিম ফাযিলের সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, সার্টিফিকেট বিবেচ্য কিছু নয়। কেননা অগণিত সার্টিফিকেটধারী কেবলই দুর্ভাগ্য ও বঞ্চিত হয়ে থাকে। তিনি আরো লিখেন, সার্টিফিকেট অর্জন

[১২৩]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৯
[১২৪]. আল-কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত : ৯
[১২৫]. আল-কুরআন, সূরা মুজাদালা, আয়াত : ১১

www.AmarIslam.com

করা মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। হ্যাঁ নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক, মাদ্‌রাসায় হোক বা কোন আলিমের ঘরে হোক। আর যে নিয়মতান্ত্রিকতা ছাড়া শিক্ষা পেয়েছে (যদিও মাদ্‌রাসায় হোক) সে দিব্য মূর্খ থেকে নিকৃষ্ট, আধা-মৌলভী ঈমানের আশঙ্কা হবে। অতএব ঐ সকল লোক যারা আলিমের সার্টিফিকেটধারী কিন্তু ইলমের অধিকারী নয়, যাদের সংখ্যা দিন দিন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এদের ক্ষেত্রে ওলামাদের ফযীলত নিয়ে ভুল বুঝাবুঝিতে পড়া মোটেই উচিৎ নয়। অর্থাৎ তারা এ ফযীলতের উপযুক্ত নয়।

৫. হযরত আবুদ দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সরকারে আকদাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

"নিঃসন্দেহে দ্বীনের আলিমের জন্য ভূমণ্ডল ও নভুমণ্ডলের সকল বস্তু এবং মৎস্যরাজি পানির তলদেশে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর নিশ্চয় আলিমের মর্যাদা আবিদের উপর এমন, যেমন পূর্ণিমার রাত্রির চাঁদের মর্যাদা অপরাপর তারকাসমূহের উপর। নিঃসন্দেহে ওলামারা নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কাউকে স্বর্ণ-রৌপ্যের উত্তরাধিকারী করেন নাই। তারা শুধুমাত্র ইলমকেই উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন। অতএব যে ইলম হাসিল করল, সে পূর্ণাঙ্গ অংশ পেয়ে গেল।"[১২৬]

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেন, আলিমদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে মাছের বিশেষত্ব এ

[১২৬]. ১. মুসনাদে আহমদ : ৪৪/১৯২, হাদীস : ২৭২৩
২. তিরমিযী : আস সুনান, ৯/২৯৬, হাদীস : ২৬০৬
৩. আবু দাউদ : আস সুনান, ১০/৪৯, হাদীস : ৩১৫৭
৪. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/২৫৯, হাদীস : ২১৯
৫. দারমী : আস সুনান, ১/৩৮৩, হাদীস : ৩৫১
৬. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৪

কারণে যে, পানি- যা মাছের জীবনের মাধ্যম, হক্কানী ওলামাদের বরকতে বর্ষিত হয়। যেমন অন্য হাদিস শরীফে এসেছে- অর্থাৎ আলেমদের উসিলায় তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং তাদের উসিলায় রিযিক প্রদান করা হয়।[১২৭]

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী বোখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন সমগ্র জাহান আলেমের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার কারণ হল, পৃথিবীর স্থিতি দ্বীনি ইলমের বরকতে আছে। সমগ্র জাহানে এমন কোন বস্তু নেই যার অস্থিত্ব ও স্থিতি ইলমের বরকতে নয়। তিনি আরো লিখেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের আলিমকে চন্দ্রের সাথে এ জন্য তুলনা করেছেন যে, চাঁদের আলোতে সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হয়। যেমনিভাবে ইলমে দ্বীনের উপকারিতা সমগ্র পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে ইবাদতকারী; তার উপকারিতা তার ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, অন্যদের কাছে পৌঁছেনা। যেমন তারকার আলো অন্যদেরকে উপকৃত করেনা।[১২৮]

তিনি আরো লিখেন, দ্বীনের আলিম দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যে ইলম হাসিল করার পর ফরয ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাসমূহ ও প্রয়োজনীয় ইবাদতগুলো যথাযত আদায় করেন। অর্থাৎ যে বে-আমল নয় কিন্তু তাঁর অধিকাংশ সময় ইলম শিক্ষাদান ও ধর্মীয় পুস্তকসমূহ রচনায় খরচ করেন। তার মিশন হল ইলমের প্রচার-প্রসার ও দ্বীনের প্রচলন। আর আবিদ বা ইবাদতকারী দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যে ইলম অর্জন করার পর ইবাদতে মগ্ন হয়ে গেছে। অর্থাৎ মূর্খ নয় এবং নিজের সময় ইবাদতের মধ্যে বেশি খরচ করেন। যেহেতু ইলমের প্রচার-প্রসার এবং ইহাতে মশগুল থাকার উপকারিতা দ্বীনের জন্য অনেক গুণে বেশি এবং মানুষের জন্য ইহার কল্যাণ ব্যাপকতর ও বহুমুখী বিধায় ইলম ইবাদতের তুলনায় অনেক বেশি উৎকৃষ্ট ও উন্নত।[১২৯]

৬. হযরত আবু উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল। একজন ইবাদত নিমগ্ন আর দ্বিতীয়জন দ্বীনের আলেম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

[১২৭]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২৩০
[১২৮]. আশিয়াতুল লুমআত : ১/১৫৯
[১২৯]. আশিয়াতুল লুমআত : ১/১৫৯

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ. ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ وَالنُّونَ فِي الْبَحْرِ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْخَيْرَ.

"আবিদের উপর আলিমের ফযীলত এমন, যেমন আমার ফযীলত তোমাদের সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও আসমান-জমীনের অধিবাসী এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং পানির মাছ সবাই রহমত ও দোয়া করতে থাকে মানুষকে দ্বীন শিক্ষাদানকারীর জন্য।"[১৩০]

অনুমান করে দেখুন যে, উক্ত হাদিস শরীফে আবিদের উপর আলিমের ফযীলত ও মর্যাদাকে কতটুকু ফুটিয়ে তুলা হয়েছে যে, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বোত্তম, তাহলে একজন সাধারণ মানুষের উপর তাঁর ফযীলত কী পরিমাণ হবে।

মোল্লা আলী ক্বারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, আলিমের মর্যাদা আবিদের উপর এ কারণে অনেক বেশি যে, ইলমের উপকারিতা অন্যের কাছেও পৌঁছে আর ইবাদতের ফায়দা শুধু ইবাদতকারীর কাছেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া ইলম হয়ত ফরযে আইন অথবা ফরযে কেফায়া। অন্যদিকে অতিরিক্ত ইবাদত নফল। অতএব ফরযের সওয়াব সর্বাবস্থায় নফলের তুলনায় অধিক।[১৩১]

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, উক্ত হাদীস শরীফে একথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, মর্যাদা ঐ আলিমের জন্য যে মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দেয়, যাতে তার ইলম দ্বারা অন্যদের উপকার হয় এবং ঐ ইবাদত থেকে উত্তম হয়ে যায়, যা দ্বারা মানুষের উপকার হয় না।[১৩২]

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মসজিদে অবস্থানরত দু'টি দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি বললেন,

[১৩০]. ১. তিরমিযী : আস সুনান, ৯/২৯৯, হাদীস : ২৬০৯
২. দারমী : আস সুনান, ১/৩২৪, হাদীস : ২৯৫
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৪

[১৩১]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২৪৯

[১৩২]. আশিয়াতুল লুমআত : ১/১৫৯

كِلاَهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ ، أَمَّا هَؤُلاَءِ فَيَدْعُونَ اللهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ ، وَأَمَّا هَؤُلاَءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِالْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ.

"দু'দলই মঙ্গলের মধ্যে আছে। কিন্তু একটি দল দ্বিতীয়টির তুলনায় উত্তম। একদল আল্লাহর কাছে দোয়া করছে এবং তার প্রতি অনুনয়-বিনয় করছে। আল্লাহ যদি চান তাদেরকে অনুগ্রহ করতে পারেন আর চাইলে নাও করতে পারেন। অন্য দল ফিকাহ ও ইলম শিক্ষা করে এবং যারা জানেনা তাদেরকে শিক্ষা দান করে । অতএব এরাই উত্তম। স্বয়ং আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলম চর্চাকারী দলের মধ্যে বসে গেলেন।"[১৩৩]

হাদিস শরীফের মূলকথা হল, ইবাদত কবুল হওয়াটা নিশ্চিত নয়। কিন্তু শিক্ষাদানের ফায়দা সর্বাবস্থায় থাকে; চাই তা পাঠদান হিসেবে হোক বা বই রচনার মাধ্যমে হোক। কেননা ইলম দ্বারা মানুষ নিজেদের ঈমান ও আমল সংশোধন করবে। সাথে সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য হল শিক্ষাদান, ইবাদত নয়। এ কারণে ওলামারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত।

৮. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

اَلْعُلَمَاءُ مَصَابِيحُ الأَرْضِ ، وَخُلَفَاءُ الأَنْبِيَاءِ وَوَرَثَتِي وَوَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ.

"ওলামারা পৃথিবীর প্রদীপ এবং নবীগণের স্থলাভিষিক্ত। তারা আমার এবং অন্যান্য নবীদের উত্তরাধিকারী।"[১৩৪]

৯. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

[১৩৩]. ১. দারমী : আস সুনান, ১/৩৮৯, হাদীস : ৩৫৭
৬. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৬

[১৩৪]. ১. ইবনে আদী : আল-কামেল ফি জুয়াফায়ির রিজাল
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৭, হাদীস : ২৮৬৭৭

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ يُحِبُّهُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيْتَانُ فِي الْبَحْرِ إِذَا مَاتُوْا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। আসমানের অধিবাসীরা তাদেরকে ভালবাসে। যখন ওলামারা মৃত্যুবরণ করেন, মৎস্যরাজি পানির তলদেশে কেয়ামত পর্যন্ত তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে।"[১৩৫]

১০. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

اِتَّبِعُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ سُرُجُ الدُّنْيَا وَمَصَابِيْحُ الْآخِرَةِ.

"তোমরা আলেমদের অনুসরণ কর। কেননা তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের প্রদীপ।"[১৩৬]

১১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

إِذَا اجْتَمَعَ الْعَالِمُ وَالْعَابِدُ عَلَى الصِّرَاطِ قِيْلَ لِلْعَابِدِ أُدْخُلِ الْجَنَّةَ وَتَنَعَّمْ بِعِبَادَتِكَ وَقِيْلَ لِلْعَالِمِ قِفْ هُنَا وَاشْفَعْ لِمَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ لَا تَشْفَعُ لِأَحَدٍ إِلَّا شُفِّعْتَ فَقَامَ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءِ.

"যখন আলিম ও আবিদ পুলসিরাতে একত্রিত হবে তখন আবিদকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর এবং নিজ ইবাদত-বন্দেগীর বিনিময়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দে বসবাস কর। আর আলিমকে বলা হবে, এখানে দাঁড়াও, যার জন্য ইচ্ছা সুপারিশ কর। কেননা তুমি যে কারো সুপারিশ করবে, গ্রহণ করা হবে। অতএব সে নবীদের স্থানে দণ্ডায়মান হবে।"[১৩৭]

১২. হযরত ওয়াসেলা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

مَا مِنْ شَيْءٍ أَقْطَعُ لِظَهْرِ إِبْلِيْسَ مِنْ عَالِمٍ يَخْرُجُ فِي قَبِيْلَةٍ.

[১৩৫]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৭, হাদীস : ২৮৬৮৯
[১৩৬]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ১/৭১, হাদীস : ২০৯
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৭, হাদীস : ২৮৬৮১
[১৩৭]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ১/৩২৬, হাদীস : ১২৯৩
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৮, হাদীস : ২৮৬৮৮

"একজন আলিম যে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করে, তার চেয়ে অধিক ইবলিসের কোমরে আঘাতকারী কিছু নেই।"[১৩৮]

১৩. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

أَكْرِمُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ اللهُ وَرَسُوْلَهُ.

"আলিমদেরকে সম্মান করো। কেননা তাঁরা নবীগণের উত্তরাধিকারী। অতএব যে ব্যক্তি আলেমদেরকে সম্মান করল, যেন আল্লাহ ও রাসূলকে সম্মান করল।"[১৩৯]

১৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ فَتَنْسِفُ الْعِبَادَةَ نَسْفًا وَيَنْجُو الْعَالِمُ مِنْهَا بِعِلْمِهِ.

"নিঃসন্দেহে ফিৎনা দেখা দিবে, তখন ইবাদতের ক্ষেত্রসমূহকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু আলিম নিজের ইলমের দ্বারা ঐ ফিৎনা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।"[১৪০]

১৫. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَحْتَاجُوْنَ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَذٰلِكَ أَنَّهُمْ يَزُوْرُوْنَ اللهَ تَعَالَى فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَيَقُوْلُ لَهُمْ : تَمَنَّوْا عَلَيَّ مَا شِئْتُمْ فَيَلْتَفِتُوْنَ إِلَى الْعُلَمَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ : مَاذَا نَتَمَنَّى؟ فَيَقُوْلُوْنَ : تَمَنَّوْا عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا فَهُمْ يَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِمْ فِي الْجَنَّةِ كَمَا يَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا.

"নিশ্চয় জান্নাতীরা জান্নাতে ওলামাদের মুখাপেক্ষী হবে। আর তা এজন্য যে, তারা প্রতি জুমাবার আল্লাহর দর্শন লাভ করে ধন্য হবে, তখন মহান খোদা তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন, যা কিছু মন চায় আশা প্রকাশ করো। তখন তারা আলেমদের কাছে যাবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে, আমরা আল্লাহর কাছে কিসের আশা প্রকাশ করব? আলেমগণ বলবে, এরকম এরকম আশা প্রকাশ করো। অতএব

[১৩৮]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ৪/৪৮, হাদীস : ৬১৫০
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৩, হাদীস : ২৮৭৫৫
[১৩৯]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৫, হাদীস : ২৮৭৬৪
[১৪০]. ১. আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/৩৬৫
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৫, হাদীস : ২৮৭৬৬

জান্নাতীরা জান্নাতে আলেমদের মুখাপেক্ষী হবে, যেমনিভাবে তারা দুনিয়ার মধ্যে তাঁদের মুখাপেক্ষী।"[১৪১]

১৬. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

رَكْعَتَانِ مِنْ عَالِمٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً مِنْ غَيْرِ عَالِمٍ.

"আলিমদের দু'রাকাত নামায আলিম নয় এরূপ ব্যক্তির সত্তর রাকাতের চেয়ে উত্তম।"[১৪২]

১৭. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

سَاعَةٌ مِّنْ عَالِمٍ مُتَكِيءٍ عَلَى فِرَاشِهِ يَنْظُرُ فِي عِلْمِهِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ سَبْعِيْنَ عَامًا.

"এমন আলিম যিনি বিছানার উপর হেলান দিয়ে ইলম সম্পর্কিত বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাঁর এক মুহূর্ত আবিদের সত্তর বছরের ইবাদতের তুলনায় উত্তম।"[১৪৩]

১৮. হযরত আবুদ দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

مَوْتُ قَبِيْلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ.

"একজন আলিমের মৃত্যুর তুলনায় একটি বংশের মৃত্যু সহজ বা নগণ্য।"[১৪৪]

১৯. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ.

"যে ব্যক্তি আলিমদের মধ্য থেকে কোন আলিমের পিছনে নামায আদায় করল, যেন সে নবীদের মধ্য থেকে কোন নবীর পিছনে নামায পড়ল।"[১৪৫]

[১৪১]. ১. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক, ৫১/৫০
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৬, হাদীস : ২৮৭৬৭

[১৪২]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৭, হাদীস : ২৮৭৮৭

[১৪৩]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ২/৩৩৩, হাদীস : ৩৫০৪
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৭, হাদীস : ২৮৭৮৯

[১৪৪]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ৪/১৪৯, হাদীস : ৬৪৫৮
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯০, হাদীস : ২৮৮৫৮

[১৪৫]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৫

২০. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত-

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ بِسَبْعِيْنَ دَرَجَةً بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ عَدْوُ الْفَرَسِ سَبْعِيْنَ عَاماً وَذٰلِكَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَضَعُ الْبِدْعَةَ لِلنَّاسِ فَبَصَرَهَا الْعَالِمُ فَيُزِيْلُهَا وَالْعَابِدُ يَقْبِلُ عَلَى عِبَادَتِهِ لَا يَتَوَجَّهُ وَلَا يَتَعَرَّفُ لَهَا.

"আলিমের মর্যাদা আবিদের তুলনায় সত্তর স্তর বেশি। প্রত্যেক স্তরের মধ্যকার দূরত্ব সত্তর বছর ঘোড়া দৌড়ানোর সমপরিমাণ। আর এ মর্যাদা এ কারণে যে, শয়তান মানুষের মাঝে বেদ'আত ও কুসংস্কার সৃষ্টি করে, আলিম তা দেখে প্রতিহত করে। পক্ষান্তরে আবিদ ইবাদতে মশগুল থাকে। ঐ দিকে দৃষ্টি দেয়না এবং কুসংস্কার ও বেদআতের পরিচয়ও জানেনা।"[১৪৬]

২১. হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

رَحْمَةُ اللهِ عَلَى خُلَفَائِي فَقِيْلَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ سُنَّتِي وَيُعَلِّمُوْنَهَا عِبَادَ اللهِ.

"আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক আমার স্থলাভিষিক্তদের উপর। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্থলাভিষিক্ত কারা? উত্তর দিলেন, যারা আমার সুন্নাতকে ভালবাসে এবং তা আল্লাহর বান্দাদেরকে শিক্ষা দেয়।"[১৪৭]

২২. হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

أَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ.

"কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাঁরা সুফারিশ করবেন, তারা হলেন নবীগণ। অতঃপর ওলামা, অতঃপর শহীদগণ।"[১৪৮]

[১৪৬]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৫

[১৪৭]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৫

[১৪৮]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৬, হাদীস : ২৮৭৭০

সুপারিশ করার ক্ষেত্রে ওলামারা শহীদদের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার কারণ হল, আলেমগণ নবীদের স্থলাভিষিক্ত। অন্যদিকে শহীদের অবস্থান সৈনিকের ন্যায়।

২৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَلْعُلَمَاءُ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ وَخُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ.

"ওলামারা জান্নাতের চাবি ও নবীদের প্রতিনিধি।"

বর্ণনাকারী বলেন, মানুষ চাবি হতে পারে না। তাহলে হাদীসের উদ্দেশ্য হল তাদের কাছে এমন ইলম আছে যা জান্নাতসমূহের চাবি। আর একথার প্রমাণ হল, যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, তার হাতে জান্নাতের চাবি, তাকে ইলমে দ্বীনের নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত করা হবে।[১৪৯]

২৪. সরকারে আকদাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيْحٌ، وَنَفَسُهُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ قَطْرَةٍ نَزَلَتْ مِنْ عَيْنَيْهِ تُطْفِىءُ بَحْراً مِنْ جَهَنَّمَ.

"আলিমের নিদ্রা ইবাদত এবং তার ইলমের আলোচনা হল তাসবীহ এবং তার নিঃশ্বাস সদকা এবং অশ্রুর প্রতিটি ফোটা যা তার চোখ থেকে প্রবাহিত হয়, জাহান্নামের একটি সমুদ্রকে নির্বাপিত করে দেয়।"[১৫০]

২৫. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

خَمْسٌ مِّنَ الْعِبَادَةِ قِلَّةُ الطَّعَامِ وَالْقُعُوْدِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَالنَّظْرُ فِي الْمُصْحَفِ وَالنَّظْرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ.

"পাঁচটি বস্তু ইবাদত। কম আহার করা, মসজিদে বসা, কা'বার প্রতি দৃষ্টি দেয়া, মাসহাফের (কুরআন) দিকে দেখা এবং আলিমের চেহারার প্রতি দৃষ্টি দেয়া।"[১৫১]

২৬. হযরত ইমাম আজম আবু হানিফা এবং হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

---

[১৪৯]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮২
[১৫০]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮১
[১৫১]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ২/১৯৫, হাদীস : ২৯৬৯
২. ফতোয়া রেযভিয়া, ৪/৬১৬

إِذَا لَمْ تَكُنِ الْعُلَمَاءُ أَوْلِيَاءُ اللهِ فَلَيْسَ للهِ وَلِيٌّ. وَذَلِكَ فِي الْعَالِمِ الْعَامِلِ بِعِلْمِهِ.

"যদি ওলামারা আল্লাহর ওলী না হয়, তাহলে আল্লাহর (কোন) ওলী নেয়। উক্ত কথাটি ঐ আলিম সম্পর্কে, যে নিজের ইলম মুতাবেক আমল করে।"[১৫২]

২৭. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- সাধারণভাবে দ্বীনের আলিম প্রত্যেক মুসলমানের ক্ষেত্রে এবং বিশেষত ইলমে দ্বীনের উস্তাদ তার ছাত্রের ক্ষেত্রে হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নায়েব, স্থলাভিষিক্ত।[১৫৩]

২৮. আ'লা হযরত লিখেন- দ্বীনের আলেম যিনি সুন্নী মতাদর্শী, নিজের শহরের সবচেয়ে বড় আলেম অবশ্যই তাদের শরীয়তের হাকেম বা শাসক।[১৫৪]

২৯. তিনি আরো লিখেন- ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মদ গাযালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'এয়াহয়াউল উলূমে' লিখেন, ইবনুল মোবারককে জিজ্ঞাসা করা হল, মানুষ কারা? তিনি বললেন, ওলামাগণ। অর্থাৎ আমাদের ইমাম আজম রাহমতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম ছাত্র আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি হাদীস, ফিকাহ, মা'রিফাত ও বেলায়ত সবকিছুতে মহান ইমাম তাঁর কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করল, মানুষ কারা? তিনি বললেন, ওলামাগণ। ইমাম গাযালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে আলিম নয় ইমাম ইবনুল মোবারক তাকে মানুষ বলে গণ্য করে নাই। কেননা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে পার্থক্য হল ইলমেরই। মানুষ এই কারণেই মানুষ, যার দ্বারাই মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তা শারীরিক শক্তির দ্বারা নয়। কেননা উট মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। বিশাল কায়ার দ্বারাও নয়; কারণ হাতির কায়া মানুষের চেয়ে অনেক বড়। বীরত্বের দ্বারাও নয়; কারণ বাঘ এর চেয়ে অনেক বেশি সাহসী। আহারের কারণেও নয়; কেননা গরুর পেট মানুষের চয়ে অনেক বড়। সঙ্গমের কারণেও নয়; কারণ সবচে ছোট চড়ুই পাখি মানুষের চেয়ে অধিক সঙ্গমের শক্তিধর। মানুষতো কেবল ইলমের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং ইলমের মাধ্যমেই মানবজাতির সম্মান ও মর্যাদা।[১৫৫]

---

[১৫২]. তাফসীরে সাবী : ২/১৮২
[১৫৩]. ফতোয়া রেযভিয়া, ১০/৯৭
[১৫৪]. ফতোয়া রেযভিয়া, ১০/১৮০
[১৫৫]. মকালুল উরাফা, পৃষ্ঠা : ২০

ওলামাদের মজলিসের ফযীলত

১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

مُجَالِسَةُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ.

"আলেমদের সাথে উঠা-বসা করা ইবাদত।"[১৫৬]

২. হযরত বাহায বিন হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنِ اسْتَقْبَلَ الْعُلَمَاءَ فَقَدِ اسْتَقْبَلَنِي، وَمَنْ زَارَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ زَارَنِي، وَمَنْ جَالَسَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ جَالَسَنِي، وَمَنْ جَالَسَنِي فَكَأَنَّمَا جَالَسَ رَبِّي.

"যে আলেমদেরকে অভ্যর্থনা জানাল, সে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেল, সে নিঃসন্দেহে আমার সাক্ষাতের জন্য আসল। আর যে আলেমদের সাথে উঠা-বসা করল, সে অবশ্য আমার সাথে উঠা-বসা করল। আর যে আমার সাথে উঠা-বসা করল, সে নিশ্চয় আমার রবের দরবারে বসল।"[১৫৭]

৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَارْتَعُوا، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: مَجَالِسُ الْعُلَمَاءِ.

"যখন তোমরা জান্নাতের বাগিচাসমূহের পাশ দিয়ে যাবে, তখন ওখানে বিচরণ করতে ভুলবেনা। জিজ্ঞাসা করা হল, জান্নাতের বাগিচা কি? উত্তর দিলেন, আলেমদের মজলিস ও বৈঠক।"[১৫৮]

৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

[১৫৬]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ৪/১৫৬, হাদীস : ৬৪৮৬
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৪, হাদীস : ২৮৭৫৬

[১৫৭]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস, ৩/৬০৪, হাদীস : ৫৮৯৩
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯৭, হাদীস : ২৮৮৮২

[১৫৮]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ৯/৩০৫, হাদীস : ১০৯৯৫
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯৭, হাদীস : ২৮৬৯৫

كَلِمَةُ حِكْمَةٍ يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ، وَالْجُلُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.

"শরীয়তের একটি কথা শুনা এক বৎসরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আর দ্বীনের ইলম চর্চাকারীদের সাথে একটি মুহূর্ত বসা দাস মুক্ত করার চেয়ে উত্তম।"[১৫৯]

৫. হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

لَا تُفَارِقُوا مَجَالِسَ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ تُرْبَةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَكْرَمَ مِنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ.

"আলেমদের বৈঠক থেকে বিচ্ছিন্ন ও দূরে থেকোনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠে আলেমদের মজলিসের চেয়ে মূল্যবান কোন মাটি সৃষ্টি করেননি।"[১৬০]

৬. গাউসে সামাদানী কুতবে রব্বানী হযরত শায়খ আবদুল কাদের জীলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

"এমন আলিমদের সাহচর্যে বসো, যে পাঁচ বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঁচটি বস্তুর প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। দুনিয়ার আগ্রহ বের করে দিয়ে ধার্মিকতার উৎসাহ প্রদান করে, কৃত্রিমতা থেকে বের করে নিষ্টার শিক্ষা দেয়। অহংকার ছাড়িয়ে বিনয়ে উদ্বুদ্ধ করে, বিলাসিতা থেকে পরিত্রাণ দিয়ে উপদেশ ও কল্যাণকামিতার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মূর্খতা থেকে বের করে ইলমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে।"[১৬১]

৭. হযরত ফকীহ আবুল লাইছ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি আলেমের সাথে উঠা-বসা করে কিন্তু ইলমের আলোচনা স্মরণ রাখতে পারেনা, তার জন্যও সাতটি সুসংবাদ রয়েছে।

১. ইলম অর্জনকারীর সওয়াব পাবে। ২. যতক্ষণ আলেমের সাথে বসে থাকবে, গুনাহ থেকে রক্ষা পাবে। ৩. যখন ইলম অর্জনকারী নিজ ঘর থেকে বের হবে,

[১৫৯]. ১. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০১, হাদীস : ২৮৯২৩

[১৬০]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮৩

[১৬১]. আবদুল কাদের জিলানী : গুনয়াতুত তালেবীন, পৃষ্ঠা : ৪৫১

তার উপর রহমত বর্ষিত হবে। ৪. যখন ইলমের আসরে বসবে এবং তাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে, সেও তাদের সাথে রহমতের অংশীদার হবে। ৫. যতক্ষণ দ্বীনের আলোচনা শুনবে, তার জন্য সওয়াব লিখা হবে। ৬. যখন সে শুনবে কিন্তু বুঝবেনা, ইলম অনুধাবন করা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুন তার অন্তর ব্যথিত হবে তখন সেই ব্যথা তার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারের উসিলা হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ অর্থাৎ আমি ঐ সকল লোকদের সাথে আছি যাদের অন্তর আমার জন্য ভাঙ্গা। ৭. সে মুসলমানদের মধ্য থেকে আলেমদের সম্মান ও পাপাচারীর অসম্মান দেখতে পাবে, তখন তার অন্তর গুনাহকে ঘৃণা করবে এবং দ্বীনের ইলমের দিকে আকৃষ্ট হবে। এ কারণেই রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎলোকদের সাথে উঠা-বসার আদেশ দিয়েছেন।[১৬২]

৮. হযরত ফকীহ আবুল লাইছ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যে আট প্রকার মানুষের সাথে বসবে, আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে আট বস্তু বৃদ্ধি করে দিবে। ১. যে সম্পদশালীদের সাথে বসবে, তার অন্তরে দুনিয়ার মুহাব্বাত ও আগ্রহ বেড়ে যাবে। ২. যে দরবেশদের সাথে বসবে, তার আল্লাহর তা'আলার নেয়ামত বন্টনের উপর শুকরিয়া ও সন্তুষ্টির তাওফীক হবে। ৩. যে রাজা-বাদশাহদের সাথে বসবে, তার মধ্যে কঠোরতা ও অহংকার বৃদ্ধি পাবে। ৪. যে নারীদের সাথে বসবে, তার মধ্যে কামভাব ও মূর্খতা বেড়ে যাবে। ৫. যে শিশুদের সাথে বসবে, তার মধ্যে হাসি-ঠাট্টা বেশি হয়ে যাবে। ৬. যে পাপাচারীদের সাথে বসবে, তার মধ্যে পাপের দুঃসাহস বৃদ্ধি পাবে। ৭. যে সৎলোকদের সাথে বসবে, তার মধ্যে আনুগত্যের আগ্রহ বেশি হবে। ৮. যে আলেমদের সাথে বসবে, তার ইলম ও খোদাভীরুতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।[১৬৩]

---

[১৬২]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৭
[১৬৩]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৭

শিক্ষাদান ও পুস্তক রচনার ফযীলত

১. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সরকারে আকদাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

"মু'মিনদের মৃত্যুর পরে যে সকল আমল ও সৎকাজসমূহ পৌঁছতে থাকে, সেগুলোর একটি হল ইলম, যা সে হাসিল করেছে এবং প্রচার করেছে। দ্বিতীয় ঐ সৎকর্মপরায়ণ ছেলে যাকে রেখে গেছে। তৃতীয় কুরআন মজীদ কাউকে এর উত্তরাধিকারী করেছেন। চতুর্থ মসজিদ যা সে নির্মাণ করেছে। পঞ্চম মুসাফিরখানা তৈরী করেছেন। ষষ্ঠ নহর প্রবাহিত করেছে এবং সপ্তম নিজের সুস্থতা ও জীবদ্দশায় যে সদকা করে গেছে। উপরোক্ত জিনিসের সওয়াব মৃত্যুর পরও মু'মিনের কাছে পৌঁছতে থাকে।"[১৬৪]

উপরোল্লিখিত আমলসমূহের, তেমনিভাবে ধর্মীয় কিতাবাদি উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাওয়া বা ওয়াক্‌ফ করা এবং মাদ্‌রাসা ও খানাকা নির্মাণের সওয়াবও কবরে মু'মিনের কাছে পৌঁছবে, যতক্ষণ এ জিনিসগুলো দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকবে। তম্মধ্যে শিক্ষা দানের সওয়াব দীর্ঘদিন পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে; কিন্তু শর্ত হলো ছাত্রদেরকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে এবং তাদের থেকে শিক্ষা আদান-প্রদানের ধারা চালু হয়ে যায়। আর সবচেয়ে বেশি সওয়াব সর্বোত্তম ধর্মীয় কিতাবাদি রচনার কারণে পেতে থাকবে। কেননা তা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে, যা দ্বারা মুসলমানরা নিজেদের ঈমান ও আমল সজ্জিত করতে থাকবে।

২. হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

---

[১৬৪]. ১. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/২৮১, হাদীস : ২৩৮
২. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৫/১২১, হাদীস : ৩১৭৪
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৬

هَلْ تَدْرُونَ مَنْ أَجْوَدُ جُودًا ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : اللهُ أَجْوَدُ جُودًا، ثُمَّ أَنَا أَجْوَدُ بَنِي آدَمَ، وَأَجْوَدُهُمْ مَنْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَحْدَهُ أَوْ قَالَ : أُمَّةٌ وَحْدَةٌ.

"তোমরা কি জান, সবচেয়ে বড় দানশীল কে? সাহাবারা আরজ করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সবচেয়ে বড় দানশীল। অতঃপর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল আমি। আমার পর সবচেয়ে অধিক দানবীর ঐ ব্যক্তি, যে দ্বীনি ইলম হাসিল করল ও প্রচার করল, সে কেয়ামতের দিন নেতা হিসেবে আসবে একাকী বা দলবদ্ধভাবে।"[১৬৫]

উদ্দেশ্য এই যে, দ্বীনি ইলমের পাঠ দান বা পুস্তকাদি রচনার মাধ্যমে যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন প্রচার করবে, সে কিয়ামতের দিন অত্যন্ত ঝাকঝমক ও মর্যাদা সহকারে উপস্থিত হবে।

৩. হযরত আবুদ দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمًا لاَ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ.

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মন্দ ও মর্যাদাহীন হবে ঐ আলিম, যার ইলম দ্বারা উপকার করা হবেনা।"[১৬৬]

অর্থাৎ ঐ আলিম যে শিক্ষা দান বা বই-পুস্তক রচনায় ব্যস্ত হবে না, নিজের ইলম দ্বারা মানুষের উপকার করবে না, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ছেড়ে দিবে। অথবা হাদিসের উদ্দেশ্য এই যে, ঐ আলিম ইলম হাসিল করল কিন্তু তদনুসারে আমল করল না, সে মূর্খের চেয়ে খারাপ। কেননা এরূপ আলেমের উপর শাস্তি মূর্খের চেয়ে কঠিন হবে। যারা ইলমে দ্বীন হাসিল করে কাজকর্মে লেগে যায়, নিজেদের ইলম দ্বারা মানুষের উপকার সাধন করে না, তারা যেন এই হাদিস শরীফ থেকে শিক্ষা অর্জন করে এবং ঐ আলিমও যে বেআমল।

---

[১৬৫]. ১. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৩/২৬৬, হাদীস : ১৬৩২
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৭

[১৬৬]. ১. দারমী : আস সুনান, ১/২৯৪, হাদীস : ২৬৮
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৭

৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَثَلُ عِلْمٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لاَ يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

"ঐ ইলমের উদাহরণ যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না ঐ ধন-ভাণ্ডারের ন্যায় যা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হয় না।"[১৬৭]

৫. হযরত মা'আজ বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ.

"যে ব্যক্তি কাউকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিল, সে ঐ ব্যক্তির সওয়াব পাবে, যে তার ইলম মোতাবেক আমল করল। কিন্তু আমলকারীর সওয়াবের মধ্যে ঘাটতি আসবে না।"[১৬৮]

৬. হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

مَنْ عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ أَوْ بَابًا مِنْ عِلْمٍ أَنْمَى اللهُ أَجْرَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি কুরআন মজিদের কোন আয়াত বা ইলমের কিছু অংশ শিক্ষা দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার সওয়াবকে কেয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি করবেন।"[১৬৯]

৭. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

وُزِنَ حِبْرُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِ.

"আলেমদের কলমের কালিকে শহীদের রক্তের সাথে পরিমাপ করা হবে, তখন কালি রক্তের চেয়ে ভারী হবে।"[১৭০]

৮. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

---

[১৬৭]. ১. দারমী : আস সুনান, ২/১১১, হাদীস : ৫৬৭
২. মুসনাদে আহমদ : ২১/১১৫, হাদীস : ১০০৭১
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৮

[১৬৮]. ১. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/২৭৯, হাদীস : ২৩৬
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮০, হাদীস : ২৮৭০৩

[১৬৯]. ১. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক, ৫৯/২৯০
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮০, হাদীস : ২৮৭০৪

[১৭০]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮০, হাদীস : ২৮৭১৪

يُوْزَنُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ فَيَرْجَحُ عَلَيْهِمْ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ.

"কিয়ামতের দিন আলেমদের কলমের কালিসমূহ এবং শহীদগণের রক্তসমূহ পরিমাপ করা হবে, তখন আলেমদের কালি শহীদদের রক্তের চেয়ে ভারী হবে।"[১৭১]

অর্থাৎ কিতাবাদি রচনা করা আল্লাহ তা'আলার নিকট এত বেশি মর্যাদার অধিকারী যে, তার জন্য আলেমে দ্বীন যে কালি ব্যবহার করে তা কেয়ামতের দিন পরিমাপে শহীদদের রক্তের চেয়ে ভারী হয়ে দাঁড়াবে।

৯. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

"ঐ আলিম যার (পাঠ দান ও রচনার) দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, হাজার হাজার আবিদের চেয়ে উত্তম।"[১৭২]

১০. হযরত সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةٍ مِثْلَ عِلْمٍ يُنْشَرُ.

"ঐ ইলম যা (শিক্ষাদান ও রচনার মাধ্যমে) প্রচার করা হয়, তার চেয়ে উত্তম কোন সদকা নেই।"[১৭৩]

১১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

مَنْ أَدَّى إِلَى أُمَّتِي حَدِيْثًا لِتُقَامَ بِهِ سُنَّةٌ أَوْ تُثْلَمَ بِهِ بِدْعَةٌ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

"যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট কোন ধর্মীয় কথা পৌঁছাবে এ জন্য যে, তা দ্বারা সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় অথবা তা দ্বারা বেদআত ও কুসংস্কার উৎখাত করা হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৭৪]

---

[১৭১]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮০, হাদীস : ২৮৭১৫

[১৭২]. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮১, হাদীস : ২৮৭২৩
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস

[১৭৩]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ৯/৩০৫, হাদীস : ১০৯৯৫
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮৯, হাদীস : ২৮৬৯৫

[১৭৪]. ১. আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯০, হাদীস : ২৮৮১৫

বে-আমল আলেম

১. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

اَلْعَالِمُ مَنْ يَعْمَلُ بِالْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ قَلِيْلاً.

"আলেম ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে ইলম অনুসারে আমল করে যদিও ইলম অল্প হয়।"[১৭৫]

অর্থাৎ যে ইলম হিসেবে আমল করেনা, সে শুধুমাত্র নামের আলেম। বাস্তবে আলেম নয়। যেমন হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- নিশ্চয় যারা আমলকারী নয়, তারা আলেম নয়।[১৭৬]

২. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ.

"কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি উপভোগকারী হবে ঐ আলিম, যাকে তার ইলম লাভবান করে নাই।"[১৭৭]

৩. হযরত জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ.

"ঐ আলিমের উদাহরণ, যে মানুষকে ভাল কাজের শিক্ষা দেয় কিন্তু নিজে আমল করে না ঐ প্রদীপের মত, যা অন্যদের আলো দেয় এবং নিজেকে জ্বালিয়ে ফেলে।"[১৭৮]

৪. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَانْتَفَعَ بِهِ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ دُوْنَهُ.

---

[১৭৫]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৬, হাদীস : ২৮৯৪৫

[১৭৬]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২৫৫

[১৭৭]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল; ১০/১০৭, হাদীস : ২৮৯৭৭

[১৭৮]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ২/২২৭, হাদীস : ১৬৫৯
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০৭, হাদীস : ২৮৯৭৬

"কিয়ামতের দিন অনেক বেশি আফসোসকারী হবে ঐ ব্যক্তি, যে ইলম হাসিল করল। এবং তার ইলম দ্বারা যারা যারা শুনেছে উপকৃত হয়েছে কিন্তু সে নিজে নয়।"[১৭৯]

৫. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

تَعَلَّمُوْا مِنَ الْعِلْمِ مَا شِئْتُمْ ، فَوَاللهِ لاَ تُؤْجَرُوْا بِجَمْعِ الْعِلْمِ حَتّٰى تَعْلَمُوْا.

"যে ইলম চাও তা তোমরা শিক্ষা কর। কিন্তু আল্লাহর শপথ! তোমাদেরকে ইলম সঞ্চয় করার কারণে প্রতিদান দেয়া হবেনা, যতক্ষণ না আমল কর।"[১৮০]

৬. হযরত ওলীদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَنْطَلِقُوْنَ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقُوْلُوْنَ : بِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَ فَوَاللهِ مَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ إِلا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ، إِنَّا كُنَّا نَقُوْلُ وَلا نَفْعَلُ.

"জান্নাতের কিছু মানুষ জাহান্নামের কতক মানুষের অভিমুখী হয়ে বলবে, আপনারা জাহান্নামে কেন প্রবেশ করলেন? আল্লাহর শপথ! আমরা তো আপনাদের কাছে শিক্ষা লাভ করার কারণেই জান্নাতে প্রবেশ করেছি। তখন তারা বলবে, আমরা মানুষকে বলতাম; কিন্তু নিজে আমল করতাম না।"[১৮১]

৭. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ ، قُلْتُ : مَنْ هٰؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ : هٰؤُلاَءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ.

[১৭৯]. ১. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক, ৫১/১৩৮
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৯, হাদীস : ২৮৬৯৬

[১৮০]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮১, হাদীস : ২৮৭১৯

[১৮১]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ১৬/২২, হাদীস : ১৭৮৬০
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০৮, হাদীস : ২৮৯৯১

"আমি মে'রাজের রাত্রে দেখেছি যে, কিছু মানুষের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের খতীব ও উপদেশ দানকারী, যারা মানুষদেরকে ভাল কাজের নির্দেশনা দিত এবং নিজেদের কথা ভুলে যেত। অর্থাৎ তারা নিজেরা ভাল কাজ করত না।"[১৮২]

৮. হযরত ওসামা ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ.

"কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার নাড়িভূঁড়ি নিমিষেই পেট থেকে বের হয়ে আগুনে পতিত হবে। অতঃপর তাকে পেষানো হবে যেমনিভাবে চাক্কির গাধা আটা পেষায়। তখন জাহান্নামীরা এ অবস্থা দেখে তার পাশে একত্রিত হয়ে যাবে এবং তাকে বলবে, হে অমুক! তোমার কি অবস্থা অর্থাৎ তুমি এ কি করছ? তুমি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতে না। তখন সে বলবে, হ্যাঁ, আমি তোমাদের সৎকাজের আদেশ দিতাম এবং নিজে তা করতাম না। আর অসৎকাজ থেকে তোমাদেরকে বারণ করতাম কিন্তু নিজে তাতে লিপ্ত হতাম।"[১৮৩]

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী বোখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- এই হাদীস শরীফের দ্বারা বুঝা গেল যে, অন্যদেরকে ভাল কাজের আদেশ দেয়া ও খারাপ কাজ থেকে বাধা দেওয়া এবং নিজে তা আমলে না আনা, শাস্তির কারণ হবে। কিন্তু এ শাস্তি আমল না করার কারণে।

[১৮২]. ১. বগভী : শরহুস্ সুন্নাহ, ১৪/৩৫৩, হাদীস : ৪১৫৯
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৪৩৮
৩. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০৮, হাদীস : ২৯১০৬

[১৮৩]. ১. সহীহুল বুখারী : ১১/৪৬, হাদীস : ৩০২৭
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৪৩৬

আদেশ-নিষেধ করার জন্য নয়। কেননা যদি আদেশ-নিষেধও না করে তাহলে দু'টি ওয়াজিব ছেড়ে দেয়ার কারণে আরো বেশি শাস্তির উপযুক্ত হবে।[১৮৪]

৯. হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, দ্বীনের ইলম আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে, যার দ্বারা তাকওয়া হাসিল হয়। আর এটাই আলেমের সর্বোত্তম হওয়ার মূল কারণ। অতএব যার ইলম উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হবে না, সে মূর্খের ন্যায় বরং আপাদমস্তক জাহেল।[১৮৫]

১০. ইমাম শা'বী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِيَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ.

"আলেম কেবল ঐ ব্যক্তি, যার মধ্যে খোদাভীতি আছে।"[১৮৬]

১১. ইমা রাবী ইবনে আনাস রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

مَنْ لَمْ يَخْشَ اللهَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ.

"যার কাছে খোদাভীতি নেই, সে আলেম নয়।"[১৮৭]

---

[১৮৪]. আশিয়াতুল লুমআত : ৪/১৭৫
[১৮৫]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২৩১
[১৮৬]. তাফসীরে খাযেন : ৫/৩০২
[১৮৭]. তাফসীরে খাযেন : ৫/৩০২

www.AmarIslam.com

দুনিয়াদার ও অসৎ আলেমগণ

১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সরকারে আকদস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَقُولُونَ نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا.

"আমার উম্মতের কিছু লোক দ্বীনের ইলম হাসিল করবে ও কুরআন পড়বে, তারা বলবে, আমরা শাসকবর্গের কাছে যায়, তাদের দুনিয়া হাসিল করার জন্য কিন্তু আমরা নিজেদের দ্বীন তাদের থেকে বাঁচিয়ে রাখব। প্রকৃতপক্ষে এরূপ হতে পারবেনা, যেমন বাবলা গাছ থেকে কাঁটা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। তদ্রূপ শাসকশ্রেণীর নৈকট্য থেকে কিছু অর্জিত হবেনা। কিন্তু (ইবনে সাব্বাহ বলেন) অপরাধ ও পাপাচারই অর্জিত হবে। শাসক ও বিত্তশালীদের কাছে দ্বীনের উপকারিতার নিয়তে ওলামারা যাওয়ার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কিছু পাওয়ার লোভ নিয়ে যাওয়া বা তাদের নৈকট্য অর্জন করা সম্পূর্ণ দুনিয়াদারী এবং দ্বীনের জন্য ধ্বংসাত্মক বিষের ন্যায়।"[১৮৮]

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ.

---

[১৮৮]. ১. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/২৯৭, হাদীস : ২৫১
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৩৭

www.AmarIslam.com

"যদি আলেমগণ ইলমের সংরক্ষণ করত এবং যোগ্যপাত্রে ইলমকে উপস্থাপন করত, তবে তার বরকতে যুগবাসীদের নেতা হয়ে যেত। কিন্তু তারা নিজেদের ইলম দুনিয়াদারদের জন্য ব্যবহার করেছে যে, তা দ্বারা তাদের দুনিয়া বা সম্পদ অর্জন করে বসে। ফলে তারা দুনিয়াদারের সামনে অপদস্ত হয়ে গেল। আমি তোমাদের নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে কেউ সকল চিন্তাসমূহকে একটি চিন্তায় পরিণত করবে অর্থাৎ পরকালের চিন্তা, আল্লাহ তা'আলা তার যাবতীয় ইহকালীন চিন্তাসমূহের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। আর যার চিন্তা-ভাবনা নানাবিধ ও দুনিয়ার পেরেশানী, তখন আল্লাহ তার পরোয়াই করেন না যে, সে পৃথিবীর কোন জঙ্গলে ধ্বংস হল।"[১৮৯]

এ হাদীস শরীফের সারাংশ এই যে, যদি আলেমগণ ইলমের সম্মান করে, উহাকে অপমানিত হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং পার্থিব সম্পদ অর্জনের লোভে উহাকে লাঞ্ছিত না করে, তাহলে সে তার যুগের সর্দার হয়ে যাবে। আর যার কেবল পরকালের ভাবনা, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট। অন্যদিকে যে ইহকালীন চিন্তা-ভাবনায় থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তার কোন পরোয়া করেননা।

৩. হযরত আ'মশ থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ ، وَإِضَاعَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ.

"ইলমের বিপদ হলো তা ভুলে যাওয়া। আর ইলমকে বিনষ্ট করা হল, তুমি অযোগ্য ও অনোপযুক্তকে তা শিক্ষা দিবে।"[১৯০]

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী বোখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- এ হাদীস শরীফে মূলত এ কথার সতর্কীকরণ রয়েছে যে, বিষয়গুলো অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকা চায়, যা ইলম ভুলে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ গুনাহে লিপ্ত হওয়া, মনও তার চাহিদা পূরণ, দুনিয়ার

[১৮৯]. ১. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/২৯৯, হাদীস : ২৫৩
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৩৭

[১৯০]. ১. দারমী : আস সুনান, ২/১৮৭, হাদীস : ৬৩৭
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৩৭

ব্যস্ততা এবং তার জন্য অত্যাধিক দৌড়াদৌড়ি। যেমনিভাবে ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْع سُوْءَ حِفْظِيْ فَأَوْصَانِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ

فَإِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنْ إِلَهِ وَفَضْلُ الله لاَ يُعْطَى لِعَاصٍ

'আমি হযরত ওকি'র কাছে স্মৃতি শক্তি দূর্বল হওয়ার অভিযোগ করেছি, তখন তিনি আমাকে গুনাহ ছেড়ে দেয়ার উপদেশ দেন। কেননা ইলম আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী। আর আল্লাহর মেহেরবানী পাপিষ্টকে প্রদান করা হয় না।'[১৯১]

৪. হযরত সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত কা'বকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইলমওয়ালা কারা? তিনি বললেন,

اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ. قَالَ : فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ؟ قَالَ : الطَّمَعُ.

"ঐ সকল লোক যারা নিজেদের ইলম মতো আমল করে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কোন জিনিসটি ওলামাদের অন্তরসমূহ থেকে ইলম বের করে দিয়েছে। তিনি বললেন, লোভ।"[১৯২]

ইলম বের হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য হল, তার নূর ও গাম্ভীর্য এবং বরকত চলে যাওয়া। কারণ লোভী আলেম সত্য কথা বলতে পারেনা। যেমন বাস্তব জীবনে পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রবাদ আছে, লোভ সিংহকে মাছিতে পরিণত করে।

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী বোখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- হযরত শায়খ আবুল আব্বাস মিরসী কুদ্দিসা সিররুহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি যখন নিজের কাজ-কারবারে প্রাথমিক অবস্থায় ইসকান্দরিয়া গিয়ে পৌঁছি, ওখানে এক ব্যক্তির সাথে আমার পরিচয় ছিল। আমি তার কাছ থেকে আধা দেরহামের বিনিময়ে একটি জিনিস ক্রয় করলাম। যেহেতু আধা দেরহাম সাধারণ ব্যাপার ছিল, তাই আমার অন্তরে ধারণা আসল যে, সম্ভবত সে আধা দেরহাম আমার কাছ থেকে নিবেনা। তখন অদৃশ্য থেকে

[১৯১]. আশিয়াতুল লুমআত : ১/১৭৫

[১৯২]. ১. দারমী : আস সুনান, ২/১৪২, হাদীস : ৫৯৫
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৩৭

আওয়াজ আসল, اَلسَّلَامَةُ فِى الدِّيْنِ بِتَرْكِ الطَّمَعِ فِى الْمَخْلُوْقِيْنَ অর্থাৎ সৃষ্টিজগত থেকে আশা পরিত্যাগ করার মধ্যে দ্বীনের নিরাপত্তা নিহিত।[১৯৩]

৫. হযরত আহওয়াস বিন হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূল করীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَلَا إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ ، وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ.

"হুঁশিয়ার! খারাপের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অসৎআলেমগণ। আর উত্তমের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম সৎ আলেমগণ।"[১৯৪]

কেননা আলেম মানুষের অনুসরণীয় হয়ে থাকে। তাদের সততার দ্বারা অনেক লোক সৎ হয়ে যায়। আর তাদের খারাপ অবস্থা ও বদদ্বীনের কারণে অগণিত খারাপ বদদ্বীনে পরিণত হয়।

৬. হযরত যিয়াদ ইবনে হুদায়র রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমাকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الإِسْلَامَ؟ قَالَ قُلْتُ : لَا. قَالَ : يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الأَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ.

"তুমি কি জান, ইসলামকে কোন জিনিস ধ্বংস করে দিবে। আমি বললাম, না। তিনি বলেন, আলেমের পাপ, কুরআন নিয়ে মুনাফিকের ঝগড়া এবং পথভ্রষ্টকারী নেতাদের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করে দিবে।"[১৯৫]

৭. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ.

[১৯৩]. আশিয়াতুল লুমআত : ৪/১৭৫

[১৯৪]. ১. দারমী : আস সুনান, ১/৪১৩, হাদীস : ৩৭৮
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৩৭

[১৯৫]. ১. দারমী : আস সুনান, ১/২৪২, হাদীস : ২২০
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৩৭

"বিষন্নতার কূপ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা কর। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বিষন্নতার কূপ কী? বললেন, তা দোযখের এমন এক ঘাটি যা থেকে স্বয়ং দোযখ দৈনিক চারশ বার আশ্রয় কামনা করে। জিজ্ঞাস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! সেখানে কারা প্রবেশ করবে? বললেন, লোক দেখানো আমলকারী ক্বারী।"[১৯৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে যারা ক্বারী ছিলেন, তারা আলেমও ছিলেন। অতএব হাদিস শরীফের অর্থ দাঁড়ালো, ঐ আলেম ও ক্বারী যারা লোক দেখানো আমল করে, তাদেরকে জাহান্নামের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘাটিতে শাস্তি দেয়া হবে।

৮. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مَنْ عِنْدَهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ.

"অতিসত্তর মানুষের কাছে এমন এক সময় আসবে যে, ইসলামের শুধুমাত্র নামই বাকী থাকবে এবং কুরআনের কেবল প্রথাই অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদসমূহ ঝাকঝমকপূর্ণ হবে; কিন্তু হেদায়তে থেকে শূন্য হবে। তাদের আলেম সমাজ আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মাখলূক হবে। তাদের থেকে ফিৎনা বের হবে এবং তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।"[১৯৭]

এ হাদিস শরীফের দ্বারা জানা গেল যে, ঐ খ্যাতনামা ওলামা, যারা নিজেদের লিখিত হেফজুল ঈমান, বরাহিনে কাতেআহ, ও তাহযীরুন্নাস নামক কিতাবসমূহে সরকার আকদাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মানহানিকর বক্তব্য লিখেছে, তাদের দ্বারা মুসলমান সমাজে ফিৎনা দেখা দিয়েছে। তারা আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মাখলূক।

[১৯৬]. ১. তিরমিযী : আস সুনান, ৮/৩৯১, হাদীস : ২৩০৫
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৩৮

[১৯৭]. ১. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৩/৩১৭, হাদীস : ১৭৬৩
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৩৮

৯. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সরকারে আকদাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ.

"আখেরী যমানায় প্রতারক ও মিথ্যুক একটি দল আত্মপ্রকাশ করবে। তারা তোমাদের সামনে এমন সব কথা উপস্থাপন করবে, যা তোমরাও শোন নাই, তোমাদের পিতা, পিতামহও শুনে নাই। এরকম লোক থেকে বেঁচে থাকবে এবং তাদেরকে নিজেদের কাছে আসতে দিওনা, যাতে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে ও ফিৎনায় লিপ্ত করতে না পারে।"[১৯৮]

হযরত শায়খ আবদুল মুহাদ্দেসে দেহলভী বোখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- অর্থাৎ এমন একদল সৃষ্টি হবে, যারা ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয়ে ওলামা-মাশায়েখ ও পরহেযগার সেজে মুসলমানদের কল্যাণকামী ও সংশোধনকারী হিসেবে প্রকাশ করবে, যাতে নিজেদের মিথ্যা কথাসমূহ প্রচার করে এবং মানুষদেরকে নিজেদের বাতিল আক্বিদা ও বিনষ্ট ধ্যান-ধারণার দিকে আকৃষ্ট করে।[১৯৯] এ দলের পরিচয় হল, তাদের আকীদাসমূহ বড় দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী হবে।

১০. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

وَيْلٌ لِأُمَّتِي مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ.

"ধ্বংস! আমার উম্মতের অসৎ আলেমদের জন্য।"[২০০]

১১. হযরত মাআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

[১৯৮]. ১. মুসলিম শরীফ : ১/২৪, হাদীস : ৮
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ২৮

[১৯৯]. আশিয়াতুল লুমআত : ১/১৩৩

[২০০]. ১. হাকেম : আল-মুসতাদরক
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১১২, হাদীস : ২৯০৩৮

إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ وَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ ثُمَّ أَتَى بَابَ السُّلْطَانِ تَمَلُّقًا إِلَيْهِ وَطَمَعًا لِمَا فِي يَدَيْهِ خَاضَ بِقَدْرِ خُطَاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

"যখন কোন ব্যক্তি কুরআন পড়ল এবং দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করল। অতঃপর সে রাজা-বাদশাহের দরবারে তোষামোদের জন্য এবং তাদের সম্পদের লোভে আসল, সে বাদশাহর পাপসমূহের সমপরিমাণ জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করল।"[২০১]

যে আলেম শেঠদের কাছে তোষামোদের জন্য, তাদের সম্পদের আশায় যায়, সেও এই ধমকির অন্তর্ভুক্ত।

১২. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْعَالِمُ يَزُوْرُ الْعُمَّالَ.

"আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের মধ্যে ঐ আলেমকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন, যে শাসক ও নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে।"[২০২]

বুযর্গরা বলেন, بِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلَى بَابِ الْأَمِيْرِ وَنِعْمَ الْأَمِيْرُ عَلَى بَابِ الْفَقِيْرِ অর্থাৎ কতইনা নিকৃষ্ট ঐ দরবেশ, যে আমীরের দরজায় উপস্থিত। আর কতইনা উত্তম ঐ আমীর, যিনি দরবেশের দরবারে হাজির।

১৩. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

وَيْلٌ لِأُمَّتِي مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ. يَتَّخِذُوْنَ هَذَا الْعِلْمَ تِجَارَةً يَبِيْعُوْنَهَا مِنْ أُمَرَاءِ زَمَانِهِمْ رِبْحًا لِأَنْفُسِهِمْ لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَهُمْ.

"ধ্বংসই নির্ধারিত আমার উম্মতের অসৎ আলেমদের জন্য, যার এই দ্বীনি ইলমকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছে। উহাকে নিজেদের সময়কার আমীর ও বিত্তশালীদের কাছে ব্যক্তিগত লাভের জন্য বিক্রি করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ব্যবসায় মুনাফা না দিন!"[২০৩]

১৪. হযরত আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন-

[২০১]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১১২, হাদীস : ২৯০২৭

[২০২]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০৮, হাদীস : ২৮৯৮৫

[২০৩]. ১. হাকেম : আল-মুসতাদরক
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১১৭, হাদীস : ২৯০৮৪

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ كَانَ مِنَ الأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، ﴿اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعاً﴾.

"যারা দ্বীন দিয়ে দুনিয়া অন্বেষণ করে, তারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত, যাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ইহকালে উধাও হয়ে গেছে। অথচ তারা এই ধারণার মধ্যে আছে যে, আমরা ভাল কাজই তো করছি।"[২০৪]

[২০৪]. রাযী : তাফসীরে কবির, ৪/৫৩৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইলম গোপনকারী ওলামা

১. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সৈয়দে আলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

"যাকে এমন ইলম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, যা সে জানে। অতঃপর সে তা গোপন করল অর্থাৎ উত্তর দিল না, কিয়ামতের দিন (তার মুখে) আগুনের লাগাম পরিধান করিয়ে দেয়া হবে।"[২০৫]

২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

كَاتِمُ الْعِلْمِ يَلْعَنُهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوْتُ فِي الْبَحْرِ وَالطَّيْرُ فِي السَّمَاءِ.

"ইলম গোপনকারীকে প্রত্যেক বস্তু অভিসম্পাত করে, এমনকি সমুদ্রের মৎস্য ও আকাশের পাখি।"[২০৬]

৩. হযরত ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

أَيُّمَا رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ইলম দান করেছেন। আর সে তা গোপন করল। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম লাগিয়ে দিবেন।"[২০৭]

৪. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيُظْهِرْهُ فَاِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا اَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.

"যে ব্যক্তির কাছে ইলম আছে সে যেন তা প্রকাশ করে দেয়। কেননা কিয়ামতের দিন ইলম গোপনকারী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত বস্তুকে গোপনকারীর মত হবে।"[২০৮]

[২০৫]. ১. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/৩০৮, হাদীস : ২৬০
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৩৪

[২০৬]. ১. ইবনুল জওযী : আল-ইলাল
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০৯, হাদীস : ২৮৯৯৭

[২০৭]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ৮/৪৬৪, হাদীস : ১০০৪৫
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০৯, হাদীস : ২৮৯৯৮

[২০৮]. ১. ইবনে আদী : আল-কামেল ফি যুয়াফায়ির রিজাল, ৪/২১২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫. হুজুর সৈয়দে আলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتَنُ أَوْ قَالَ الْبِدَعُ وَلَمْ يُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

"যখন ফিৎনা প্রকাশিত হবে অথবা বলেছেন, বেদ'আত ও কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়বে, এমন সময় দ্বীনের আলিম নিজের ইলম প্রকাশ না করে এবং নিজের কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থের লোভে চুপ থাকে, তার উপর আল্লাহ, সকল ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তা'আলা তার ফরযও কবুল করবেন না, নফলও কবুল করবেন না।"[২০৯]

যে আলেম শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসাকারীকে কোন স্বার্থের কারণে মাসআলার উত্তর না দেয় অথচ প্রশ্নকারী এর মুখাপেক্ষী। অথবা বর্তমান যুগ যেখানে ধর্মহীনতা দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে; কিন্তু সে কোন লাভের প্রেক্ষিতে ধর্মহীনদের বিরুদ্ধে নিজের ইলম প্রকাশ করেনা এবং চুপ থাকে, ঐ সকল আলেম উক্ত হাদীসমূহ দ্বারা শিক্ষা হাসিল করা উচিৎ।

৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সরকারে আকদাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করার জন্য স্বীয় হুজরা মুবারক থেকে বাহিরে তাশরীফ আনলেন, তখন এক বেদুঈন তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করল, তখন তিনি বললেন,

لَيْسَ هٰذِهِ سَعَةُ فَتْوٰى.

"ফতওয়ার সময় এটা নয়।"[২১০]

২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১২৫, হাদীস : ২৯১৪১

২০৯. ১. আস সওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা : ২
২. আল-মালফুয, ৪/৪

২১০. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১৪৪, হাদীস : ২৯২৯১

আলিমদেরকে তিরস্কার করা

১. হুজুর সৈয়দে আলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ أَهَانَ الْعَالِمَ فَقَدْ أَهَانَ الْعِلْمَ ، وَمَنْ أَهَانَ الْعِلْمَ فَقَدْ أَهَانَ النَّبِيَّ ، وَمَنْ أَهَانَ النَّبِيَّ فَقَدْ أَهَانَ جِبْرِيْلَ ، وَمَنْ أَهَانَ جِبْرِيْلَ فَقَدْ أَهَانَ اللهَ ، وَمَنْ أَهَانَ اللهَ أَهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যে আলেমকে তিরস্কার করল, নিশ্চয় সে দ্বীনি ইলমের তিরস্কার করল। আর যে ইলমে দ্বীনের অবজ্ঞা করল, সে যেন নবীকে অবজ্ঞা করল। যে নবীকে অবজ্ঞা করল, নিঃসন্দেহে জিবরাঈলকে অবজ্ঞা করল। আর যে জিবরাঈলকে অবজ্ঞা করল, অবশ্যই সে আল্লাহকে অবজ্ঞা করল। আর যে আল্লাহকে তিরস্কার করল, আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করবেন।"[২১১]

২. হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

اَلْعَالِمُ سُلْطَانُ اللهِ فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ وَقَعَ فِيْهِ فَقَدْ هَلَكَ.

"আলেম সম্প্রদায় আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দলিল ও প্রমাণ, যে আলেমের দোষ-ত্রুটি বের করল, সে ধ্বংস হল।"[২১২]

৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সরকারে আকদাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِمْ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ.

"ওলামাদের হক্বকে কেউ হেয় জ্ঞান করবেনা কিন্তু যে প্রকাশ্য মুনাফিক।"[২১৩]

৪. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সৈয়দে আলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ.

২১১. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮১

২১২. ১. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৭৭, হাদীস : ২৮৬৭৩
২. দায়লমী : মুসনদুল ফেরদৌস

২১৩. ফতোয়া রেযভিয়া, ১০/১৪০

"যে আমাদের আলেমের হক্বের প্রতি খেয়াল রাখবেনা, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[২১৪]

৫. হযরত আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখেন-

مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعَالِمِ أَهْلَكَ دِيْنَهُ.

"যে ব্যক্তি আলেমকে তুচ্ছ জ্ঞান করল, সে নিজের দ্বীনকে ধ্বংস করল।"[২১৫]

৬. আ'লা হযরত পেশুয়ায়ে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- বিনা কারণে আলেমে দ্বীনের সাথে শক্রতা পোষণ করার মধ্যেও কুফরের আশংকা রয়েছে যদিও তিরস্কার করেনা।[২১৬]

৭. তিনি আরো লিখেন- যদি আলেমে দ্বীনকে আলেম হওয়ার কারণে মন্দ বলে, সে প্রকাশ্য কাফির। আর যদি ইলমের কারণে তাকে সম্মান করা কর্তব্য বলে মনে করে; কিন্তু নিজের জাগতিক বিবাদের কারণে মন্দ বলে, গালি দেয় এবং হেয়প্রতিপন্ন করে, তাহলে সে বড় পাপী ও অপরাধী। আর যদি কারণ ছাড়া দুশমনি রাখে, সে তার অন্তর রোগাক্রান্ত ও ভিতর বিনষ্ট। তার কুফরের আশংকা আছে। সারকথা হল, مَنْ أَبْغَضَ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيْفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ 'যে কোন কারণ ছাড়া আলেমের সাথে শক্রতা পোষণ করে, তার কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে।' 'মনহুর রওজ' নামক গ্রন্থে আছে, اَلظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفُرُ 'প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট মত হল, সে কাফের হয়ে যাবে।'[২১৭]

৮. 'তানভীরুল আবচার ও দুররে মুখতারের' বরাত দিয়ে লিখেন-

قَالَ تَعَالَى ﴿وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ فَالرَّافِعُ هُوَ اللهُ فَمَنْ يَضَعْهُ يَضَعْهُ اللهُ فِيْ جَهَنَّمَ.

"আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তিনি আলেমদের মর্যাদাকে উচ্চ করবেন। অতএব আলেমদের উচ্চ মর্যাদা দাতা আল্লাহ। সুতরাং যে

[২১৪]. ১. মুসনাদে আহমদ : ৪৬/২৩৯, হাদীস : ২১৬৯৩
২. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ১/৪০৬, হাদীস : ৩৮৫
৩. ফতোয়া রেযভিয়া, ১০/১৪০

[২১৫]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮৩

[২১৬]. ফতোয়া রেযভিয়া, ১০/৫৭১

[২১৭]. ফতোয়া রেযভিয়া, ১০/১৪০

ব্যক্তি আলেমদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করবে, আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।"[২১৮]

৯. আরো লিখেন- 'মাজমা'উল আনহার' নামক গ্রন্থে আছে-

مَنْ قَالَ لِعَالِمٍ عُوَيْلِمٌ إِسْتِخْفَافًا فَقَدْ كَفَرَ.

"যে ব্যক্তি কোন আলেমকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বলে, হে মৌলভী! সে কাফের।"[২১৯]

১০. আরো লিখেন- আলেমদের দোষ অনুসন্ধান করা এবং তাদের উপর আপত্তি করা হারাম। এ কারণে দ্বীনের পথপ্রদর্শক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, উপকৃত হওয়া ও মাসআলা জিজ্ঞাসা বাদ দেওয়া তার জন্য মারাত্মক বিষের ন্যায় ক্ষতিকর।[২২০]

১১. ফকীহে আজমে হিন্দ হযরত সদরুশ শরীয়াহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- দ্বীনের ইলম ও ওলামাদের অবজ্ঞা করা কোন কারণ ছাড়া শুধু এ জন্য যে, দ্বীনের ইলমের আলেম, সম্পূর্ণ কুফরী।[২২১]

[২১৮]. ফতোয়া রেযভিয়া, ৯/৫৯

[২১৯]. ফতোয়া রেযভিয়া, ১০/৩৯৫

[২২০]. ফতোয়া রেযভিয়া, ১০/৫৩৯

[২২১]. বাহারে শরীয়ত, ৯/১৩১

মূর্খ মুফতী

১. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সরকারে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ.

"যে ইলম ছাড়া ফতওয়া দিবে, তার গুনাহ ফতওয়া জিজ্ঞাসাকারীর উপর হবে।"[২২২]

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী বোখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- বে-ইলম ব্যক্তির ফতওয়া দানের কারণে জিজ্ঞাসাকারী এ জন্য গুনাহগার হবে যে, সেই তার ফতওয়া দেয়ার কারণ হল। হাদিস শরীফের এ অর্থ তখনই হবে, যখন 'আফতা' শব্দটিকে কর্তৃবাচ্য ধরা হবে। আর যদি কর্মবাচ্য হয়, তখন অর্থ দড়াবে, যাকে ইলম ছাড়া ফতওয়া দেয়া হলো, তার গুনাহ ঐ ব্যক্তির উপর, যে ফতওয়া প্রদান করেছে। এ অর্থটাই বেশি স্পষ্ট।[২২৩]

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, দ্বিতীয় অর্থটি বেশি স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ। অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি আলেমের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করল, তখন আলেম ভুল উত্তর দিল এবং মূর্খব্যক্তি তদনুসারে আমল করল। কিন্তু মাসআলা ভুল হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত হলনা। তখন তার গুনাহ মাসআলার উত্তর দাতার উপর হবে এই শর্তে যে, সে নিজের বুঝ মতে উত্তর দিয়েছে।[২২৪]

২. হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু জাফর রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত,

أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ.

"যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে ফতওয়া প্রদানে বেশি বেপরোয়া, সে যেন জাহান্নামের ব্যাপারে অধিক বেপরোয়া।"[২২৫]

৩. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

[২২২]. ১. আবু দাউদ : আস সুনান, ১০/৭১, হাদীস : ৩১৭২
২. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৩৫
[২২৩]. আশিয়াতুল লুমআত : ১/১৬৮
[২২৪]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২৪৬
[২২৫]. ১. দারমী : আস সুনান, ১/১৭৯, হাদীস : ১৫৯
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০৬, হাদীস : ২৮৯৬১

مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

"যে ইলম ছাড়া ফতওয়া দিল, আসমান যমীনের ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দিল।"[২২৬]

৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ رُؤُوْسًا جُهَّالًا يُفْتُوْنَ النَّاسَ فَيَضِلُّوْنَ وَيُضِلُّوْنَ.

"শেষ যমানায় কিছু লোক আত্মপ্রকাশ করবে, যারা নেতা ও মূর্খ হবে। তারা মানুষকে ফতওয়া দিবে। তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।"[২২৭]

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُوْلَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ.

"হে লোক সকল! যে কোন কিছু জানে, সে যেন তা বর্ণনা করে। আর যে জানেনা সে যেন বলে, আল্লাহ অধিক জ্ঞানী; কেননা এটাও ইলমের এক অংশ যে, তুমি অজ্ঞাত বিষয়ের ব্যাপারে বলবে, আল্লাহ বেশি জ্ঞাত।"[২২৮]

অর্থাৎ আলেম তার না জানার কথা প্রকাশ করতে লজ্জা করা উচিত নয়। কেননা মানুষের অজানা বিষয় জানার চেয়ে অনেকগুণে বেশি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا 'তোমাদেরকে সামান্যতম জ্ঞান দান করা হয়েছে।' হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন তাঁকে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন, জানি না। সে বেয়াদব বলল, যখন আপনি জানেন না, মিম্বরে কেন আরোহন করলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি নিজ ইলম অনুপাতে উঠেছি। যদি মূর্খতার অনুপাতে উপরের দিকে উঠতাম, তাহলে আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যেতাম।

[২২৬]. ১. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক, ৫২/২০
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১১১, হাদীস : ২৯০১৮
[২২৭]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১১৯, হাদীস : ২৯০৯৬
[২২৮]. ১. বুখারী শরীফ : ১৫/৯, হাদীস : ৪৪৩৫
২. মুসলিম শরীফ : ১৩/৩৯২, হাদীস : ৫০০৭
৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৭

হযরত ইমাম মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চল্লিশটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়, যার মধ্যে শুধু তিন চারটির উত্তর প্রদান করেন। এবং ছত্রিশটি সম্পর্কে বলেন, আমি জানিনা।[২২৯]

আর হযরত ইমাম আবু ইউছুফ রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বলেন, আমার জানা নেই। জিজ্ঞাসাকারী বলল, আপনি বায়তুলমাল থেকে এ পরিমাণ বেতন নিচ্ছেন আর বলছেন, আমার জানা নেই। তিনি উত্তর দিলেন, আমি নিজের ইলম পরিমাণ বেতন নিয়ে থাকি। যদি মূর্খতার পরিমাণ নিতাম, তাহলে বায়তুল মালের সমস্ত টাকা নিয়ে নিতাম।

আ'লা হযরত আজীমুল বরকত ইমাম আহমদ রেযা ফাযেলে বেরলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- ফতওয়ার জ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত হয়না, যতক্ষণ না একটি দীর্ঘ সময় অভিজ্ঞ ফকীহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা হয়।[২৩০]

তিনি আরো লিখেন- বর্তমানে সিলেবাসের কিতাবসমূহ পাঠ ও পাঠদানের মাধ্যমে মানুষ ফিকাহের দরজায় প্রবেশ করতে পারে না। ওয়ায়েজ বা বক্তাও হতে পারে না, যার কাছে মুখের তেজ ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য যোগ্যতা আছে।[২৩১]

কিন্তু আজকাল স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি যার কাছে কোন মাদ্রাসা থেকে আলিম বা ফাজিলের সার্টিফিকেট এসে যায়, সে মূর্খ হোক না কেন নিজেকে ফতওয়া দানের উপযুক্ত মনে করে। এবং হালাল হারামের কোন পরোয়া ছাড়াই যা কিছু বুঝে নির্দ্বিধায় বলে দেয়। তেমনিভাবে অনেক মূর্খ বক্তা, যারা ওয়াজ ও বক্তব্যের কিতাবসমূহ ছাড়া বাহারে শরীয়তও কোন দিন হাতে নেয় না কিন্তু মুখরপনা ও বাকপটুতার কারণে সাধারণ মানুষ তাদেরকে বড় আল্লামা মনে করে, যখন তাদের কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞাস করা হয়, তখন তারা নিজেদের বড়ত্বের খ্যাতি টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেদের মনগড়া মাসআলা বলে দেয়। আল্লাহ রাসূলকেও ভয় করেনা এবং নিজের পরিণাম ধ্বংস হওয়ারও আশংকা রাখেনা। আল্লাহ তা'আলা এরকম লোকদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

---

[২২৯]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২৫৭
[২৩০]. ফতোয়া রেযভিয়া, ১০/২৩১
[২৩১]. ফতোয়া রেযভিয়া, ৪/৫৬৫

৬. হযরত আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন- মানুষ চার প্রকারের হয়ে থাকে। ১. যে জানে এবং এটাও জানে যে, আমি জানি সে দ্বীনের আলেম। তার অনুসরণ কর। ২. যে জানে; কিন্তু সে জানেনা যে, আমি জানি। সে ঘুমন্ত। তাকে জাগিয়ে দাও। ৩. যে জানেনা এবং জানে যে, আমি জানিনা। তার হেদায়তের প্রয়োজন আছে। তাকে হেদায়ত কর। ৪. যে জানেনা কিন্তু সে এটাও জানেনা যে, আমি জানিনা। সে হচ্ছে শয়তান। তার থেকে দূরে থাক।[২৩২]

বিবিধ

১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সৈয়দ আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اُغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا ، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلَكَ.

"দ্বীনের আলেম হও অথবা তালিবে ইলম (ইলম অন্বেষণকারী) হও বা দ্বীনের আলেমের কথা শ্রবণকারী হও অথবা তার সাথে মুহাব্বত পোষণকারী হও। এগুলো ব্যতীত পঞ্চম হইওনা, যাতে ধ্বংস হয়ে যাও।"[২৩৩]

২. হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

اَلنَّاسُ رَجُلَانِ: عَالِمٌ، وَمُتَعَلِّمٌ، وَلَا خَيْرَ فِيمَا سِوَاهُمَا.

"মানুষ দু'শ্রেনীর। দ্বীনের আলেম ও তালিবে ইলম। এ দুই ব্যতীত অন্য কিছুতে কল্যাণ নেই।"[২৩৪]

উক্ত হাদিসে শুধু দুই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অতএব শ্রবণকারী, ভালবাসা পোষণকারী শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।[২৩৫]

৩. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, সরকারে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

---

[২৩২]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৮
[২৩৩]. ১. বায্যার : আল-মুসনাদ, ২/৩৮, হাদীস : ৩৬২৬
২. তাবরানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ১১/৪০৬, হাদীস : ৫৩২৮
৩. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮২, হাদীস : ২৮৭৩০
[২৩৪]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ৯/৪৯, হাদীস : ১০৩০৯
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৮০, হাদীস : ২৮৭১২
[২৩৫]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৮২

لَيْسَ مِنَّا إِلاَّ عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ.

"আমার রাস্তার উপর কেবল আলেমে দ্বীন ও তালিবে ইলমই আছে।"[২৩৬]

৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

اَلْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

"তোমাদের বড় ওলামা-মাশায়েখদের সাথেই বরকত রয়েছে।"[২৩৭]

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

صِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ إِذَا صَلُحَا صَلَحَ النَّاسُ وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ : اَلْعُلَمَاءُ وَالأُمَرَاءُ.

"দুই শ্রেণীর লোক যদি ঠিক থাকে, সকল মানুষ ঠিক থাকবে। আর এ দুই যদি বিনষ্ট হয়, তাহলে সকল লোক বিনষ্ট হয়ে যাবে। এক হল ওলামা আর দ্বিতীয় নেতা ও শাসক শ্রেণী।"[২৩৮]

৬. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

حِفْظُ الْغُلاَمِ كَالْوَسْمِ عَلَى الْحَجَرِ ، وَحِفْظُ الرَّجُلِ بَعْدَ مَا يَكْبُرُ كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْمَاءِ.

"ছোট বাচ্চাদের শিক্ষা দেয়া পাথরের নকশার ন্যায়। আর বয়স্ক অবস্থায় শিখা পানির রেখার মত।"[২৩৯]

৭. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ.

"অর্থবহ প্রশ্ন অর্ধেক ইলম।"[২৪০]

---

২৩৬. ১. দায়লামী : মুসনদুল ফেরদৌস
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯৬, হাদীস : ২৮৮৭১
২৩৭. ১. দায়লামী : মুসনদুল ফেরদৌস, ২/৩১, হাদীস : ২১৯৩
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/৯৯, হাদীস : ২৮৯০৫
২৩৮. ১. আবু নায়ীম : হিলিয়াতুল আউলিয়া
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১১০, হাদীস : ২৯০০৭
২৩৯. ১. আবু নায়ীম : হিলিয়াতুল আউলিয়া
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১৪০, হাদীস : ২৯২৫৮

৮. হযরত উবায় রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

يَنْبَغِيْ لِلْعَالِمِ أَنْ يَكُوْنَ قَلِيْلُ الضِّحْكِ كَثِيْرُ الْبُكَاءِ.

"আলেমদের জন্য উচিৎ হল কম হাসা ও বেশি কান্নাকাটি করা।"[২৪১]

৯. হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الأُغْلُوْطَاتِ.

"নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেয়ালি থেকে নিষেধ করেছেন।"[২৪২]

হেয়ালি ও ধাঁধার উদ্দেশ্য যদি নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা ও অন্যকে লাঞ্ছিত করা হয় অথবা ফিৎনা ও শত্রুতা ও কষ্ট দেয়ার কারণ হয়, তাহলে নাজায়েয ও হারাম। কোন কোন আলেম বলেন, যদি প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে "মন্দের বিনিময় সমান সমান মন্দ" এই নীতি অনুসারে জায়েয আছে।[২৪৩] তেমনিভাবে যদি ছাত্রদের মেধাকে শাণিত করার জন্য হয়, তাহলে অসুবিধা নেই। যেমন বাহরুর রায়েক প্রণেতা আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের গ্রন্থে অনেকগুলো ফিকাহ সম্পর্কিত ধাঁধাঁ লিপিবদ্ধ করেছেন।

১০. হযরত ইমাম মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন-

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ.

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করল এবং সূফীগণের অভ্যাস অবলম্বন করলনা, সে সঠিক রাস্তা থেকে সরে গেল। অন্যদিকে যে সূফী সাজল; কিন্তু দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করলনা, সে বে-দ্বীন হয়ে গেল। আর যে উভয়ের সমন্বয় সাধন করল, সে সঠিক রাস্তায় রয়েছে।"[২৪৪]

---

২৪০. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১১০, হাদীস : ২৯২৬২
২৪১. ১. দায়লামী : মুসনদুল ফেরদৌস, ৫/৫০০, হাদীস : ৮৮৮৫
২. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১৪৩, হাদীস : ২৯৩৮৯
২৪২. ১. আবু দাউদ : আস সুনান, ৩/৭৮, হাদীস : ৩৪২১
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃষ্ঠা : ৩৫
৩. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১০/১০৫, হাদীস : ২৯০৩০
২৪৩. আমিয়াতুল লুমআত
২৪৪. মোল্লা আলী কারী : মিরকাত শরহে মিশকাত, ১/২৫৬

১১. হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, পৃথিবী এমন এক বাগান, যাকে পাঁচটি বস্তু দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। আলেমের ইলমের দ্বারা, শাসকদের ন্যায়পরায়নতার দ্বারা, ইবাদতকারীদের ইবাদত দ্বারা, ব্যবসায়ীদের সততার দ্বারা এবং পেশাজীবিদের কল্যাণকামিতার দ্বারা। ফলশ্রুতিতে ইবলীস পাঁচ ধরণের পতাকা উক্ত পাঁচ বস্তুর বগলে গেড়ে দিল। ইলমের পার্শ্বে হিংসার পতাকা, ন্যায়ের বাহুতে জুলুমের পতাকা, ইবাদতের বগলে কৃত্রিমতার পতাকা, সততার ওখানে দূর্নীতির পতাকা এবং পেশাজীবীদের বাহুতে ভেজালের পতাকা।[২৪৫]

ইলমের বগলে ইবলীস হিংসার ঝাণ্ডা গেড়ে দেয়ারই প্রভাব যে, আলেম সমাজে হিংসা বেশি দেখা যায়, এমনকি শিক্ষক ছাত্রের সাথে এবং ছাত্র শিক্ষকের প্রতি হিংসা পোষণ করে; বরং এমনকি কিছু আলেম যারা নিজেদের কথা ও কাজে এটা প্রমাণ করে যে, আমরা তাক্বওয়ার সর্বোচ্চ চূড়ায় আসীন, তারাও ইবলীসের হিংসার পতাকা তলে এসে মারাত্মকভাবে হিংসা করতে থাকে এবং এ সুদৃঢ় দ্বীনের সত্যিকার খেদমতকারী আলেমদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়।

আল্লাহর কাছে দোয়া যে, মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বিশেষত আলেম সমাজ এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানদেরকে শয়তানের হিংসার পতাকা থেকে দূরে থাকার উত্তম তাওফীক দান করুন।

[২৪৫]. রাযী : তাফসীরে কবির, ১/২৭৬